প্রিয় নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কান্না

মাওলানা আবদুল গনী তারেক

মুফতি আবদুর রহমান
অনূদিত

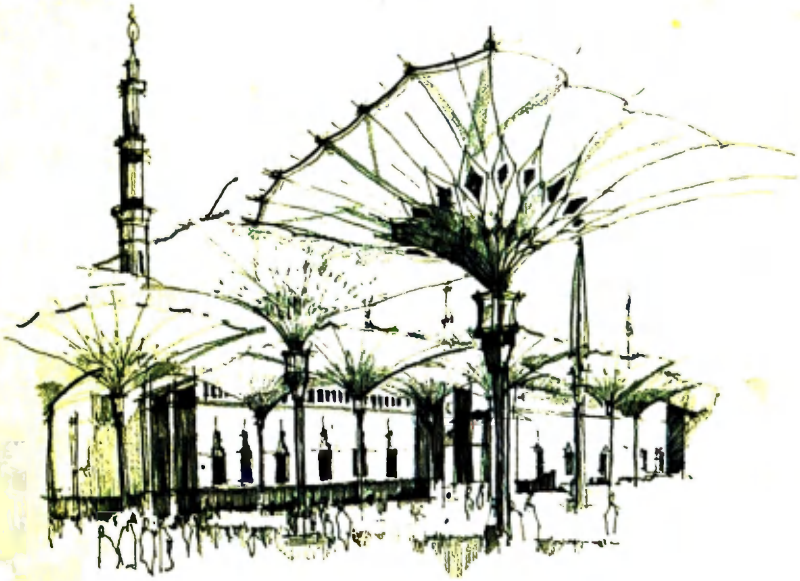

প্রিয় নবীর কান্না

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

মূল

মাওলানা আবদুল গনী তারেক

মুফতী আবদুর রহমান

অনূদিত

প্রকাশনা

নূরুল কুরআন প্রকাশনী

ধর্মীয় বিশুদ্ধ বইয়ের অভিজাত ঠিকানা

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

প্রিয় নবীর কান্না
[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

মূল	মাওলানা আবদুল গনী তারেক
অনুবাদ	মুফতী আবদুর রহমান
প্রুফ সমন্বয় ও অঙ্গসজ্জা	জাগরণ বর্ণসাজ
প্রকাশক	মুহাম্মদ ইলিয়াস নূরুল কুরআন প্রকাশনী ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা। দূরালাপনী : ০১৯১২-৯৫৭৫২২
প্রথম প্রকাশ	জুমাদাল উলা ১৪৪২, জানুয়ারি ২০২১
স্বত্ব	প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য : ১২০.০০ [একশ বিশ] টাকা

উৎসর্গ

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চর্মচোখে দেখতে পাইনি! হৃদয়রাজ্যে বারবার তার পবিত্র ছবি অবলোকন করি হাদিসের বিভিন্ন পাঠে; আবেগতাড়িত মন এখনও অস্থির রয়েছে তার দেখা পাবার আশায়! এই ক্ষুদ্র খেদমত তারই দস্ত মোবারকে!

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য নিবেদিত, যিনি এমন মহান রাসূল প্রেরণ করে আমাদের আলোকিত করেছেন, যার নবুওয়াত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্ত এবং জীবনের প্রতিটি বিষয় আমাদের জন্য সঠিক ও সরল পথের দিশা।

প্রেম ও ভালোবাসা, উদারতা ও সহিষ্ণুতা, আল্লাহর প্রতি ভয় ও অনুরাগ এবং যাবতীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-চরিতে উজ্জ্বলভাবে ফুটে উঠেছে। অতএব মনুষ্যজাতির জন্য চূড়ান্ত সফলতা লাভের ক্ষেত্রে রাসূলের জীবনাদর্শ গ্রহণের বিকল্প নেই।

নবী-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মাওলানা আবদুল গনী সাহেবের কলমে ফুটে উঠেছে। আর তা হচ্ছে, প্রিয় নবীর কান্নার হৃদয়স্পর্শী মুহূর্তগুলো। এ-সকল ঘটনাপ্রবাহ অবশ্যই একজন মানুষের হৃদয়কে ভীষণভাবে নাড়া দেবে।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের জন্য বইটি প্রকাশ করা ছিল সময়ের দাবি। সে লক্ষ্যে প্রথিতযশা আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মুফতী আবদুর রহমানকে অনুবাদের এই মহান খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার জন্য নির্বাচন করা হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার এই অনুবাদকর্ম পাঠকের জন্য হৃদয়ের প্রশান্তি এবং পথচলার প্রেরণা যোগাবে।

আরেকটি কথা। মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই কারও দৃষ্টিতে কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেব, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা লেখক, অনুাবদক এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে এই খেদমতের উত্তম জাযা দান করুন এবং একে পরকালে নাজাতের উসিলা করুন। আমিন।

বিনীত

মুহাম্মদ ইলিয়াস

অনুবাদকের কথা

প্রশংসা কেবল তারই, যিনি আমাদের এমন একজন রাসূলের উম্মত করেছেন, যার আগমনে ধন্য হয়েছে কুল-কায়েনাতের সকল সৃষ্টি। তিনি হচ্ছেন আম্বিয়ায়ে কেরামের শিরোমণি, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি উম্মতের জন্য কী পরিমাণ দরদী ছিলেন এবং উম্মতকে সফলতার শীর্ষচূড়ায় পৌঁছানোর জন্য কতটা অস্থির ছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উম্মত জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে আর তিনি স্থির থাকবেন, এ যেন তার সহ্যের বাইরে। তাই তিনি উম্মতের সামগ্রিক সফলতার জন্য এবং জাহান্নামের অসহনীয় শাস্তি থেকে তাদের মুক্তি-কামনায় অশ্রু ঝরিয়েছেন সব সময়। মালিকের দরবারে বারবার হাত পেতেছেন। সহ্য করেছেন কাফেরদের নানা নিপীড়ন ও নির্যাতন।

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে উম্মতের জন্য রাতভর একটি আয়াত পড়ে পড়ে ক্রন্দন করতে থাকেন : যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদের ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ।[১]

এমনকি কখনও কখনও তিনি নামাযে এমনভাবে কাঁদতেন যে, তার হেঁচকি উঠে যেত। সাহাবায়ে কেরাম সেই কান্না সম্পর্কে বলেছেন, অনেকটা আটা পেষার চাক্কির মতো আওয়াজ শোনা যেত।

উম্মতের প্রতি কত দরদ ছিল তার! নিজেকে কতটা নিষ্পেষিত করেছেন উম্মতের মুক্তিকামনায়। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা উম্মতের প্রতি তার দয়া ও করুণার চিত্র তুলেছেন পবিত্র কুরআনে কারিমে : যদি তারা এ বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে তাদের পশ্চাতে সম্ভবত আপনি পরিতাপ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন।[২]

শুধু এতটুকুই নয়, মালিকের সমীপে তিনি নিজেকে পেশ করেছেন অনুপম বিনয়ের সাথে। নিজের পবিত্রতা এবং নিষ্কলুষতা সম্পর্কে আল্লহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসা সত্ত্বেও সর্বদা জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে অশ্রু ঝরিয়েছেন।

---

১. সূরা মায়েদা, আয়াত : ১১৮।

২. সূরা কাহফ, আয়াত : ৬।

মৌলিকভাবে নবীজির কান্নায় ছিল অসম্ভব দয়া ও মায়া; ছিল উম্মতের মুক্তির নিবেদন, মালিকের কাছে জাহান্নামের আযাব থেকে নাজাতের আরজি। শুধু তা-ই নয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কান্নায় ছিল আল্লাহ-ভীতির প্রকাশ এবং আল্লাহর আরও নিকটে যাবার ব্যাকুলতা। সেই সাথে তার কান্নায় ছিল অন্যের দুঃখ-বেদনা লাঘবের প্রেরণা। দুনিয়ার তাবৎ সৃষ্টি তার কান্নায় খুঁজে পেত সুখ-শান্তির বার্তা। বিশেষত মানবজাতি তার কান্নায় খুঁজে পেয়েছে সফলতার রাজপথ। আর কেনই-বা তার কান্না এবং অশ্রু এত দামি হবে না! তিনি তো কেঁদেছিলেন আল্লাহকে পাবার এবং উম্মতকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবার নিমিত্তে।

মুহতারাম বন্ধুগণ, আমরাও চোখের পানি ফেলি দুনিয়ার নানা বিষয়ে এবং নানা মায়ার বেড়াজালে পরে। কিন্তু এই অশ্রু মালিকের দরবারে কতটুকু মূল্য ও গুরুত্ব রাখে, একটুও কি তা ভেবে দেখেছি?! যদি আমার অশ্রু ঝরে দুনিয়ার কোনো স্বপ্ন পূরণে কিংবা আল্লাহ ও তার রাসূলের অসন্তুষ্টিমূলক কোনো বিষয়ে, তা হলে এ অশ্রু নিছক পানি ছাড়া আর কিছুই বিবেচিত হবে না। আর যদি চোখের এক ফোঁটা অশ্রুও ঝরে আল্লাহকে পাবার ব্যাকুলতায় কিংবা তার সন্তুষ্টিমূলক কোনো কাজ বাস্তবায়নে, তবে এক ফোঁটা অশ্রুই হতে পারে পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ। সত্য বলতে, এর জন্য যে ভাব-তন্ময়তা এবং যে আবেগ-অনুভূতির প্রয়োজন, আমাদের নবীজির মধ্যে যা ছিল পূর্ণমাত্রায়, তার বিন্দু-বিসর্গও আমাদের মাঝে নেই। এর কারণ হচ্ছে, দুনিয়ার মায়ায় আটকা পড়ার কারণে নিজ মনোবাঞ্ছা পূরণ করা আমাদের কাছে অধিক আনন্দদায়ক।

আমাদের অশ্রু যেন অর্থপূর্ণ হয়, অশ্রুবিসর্জনেও আমরা যেন সুখ লাভ করি, সে-লক্ষ্যে মাওলানা আবদুল গনী সাহেব *রাসূলে আকরাম কে আঁসু* শিরোনামে প্রিয় নবীজির কিছু স্মৃতিকথা, যেখানে তিনি কেঁদেছেন—কখনও উম্মতের জন্য, কখনও-বা গোটা মানবসমাজের জন্য—একত্র করে দিয়েছেন; যা *প্রিয় নবীর কান্না* (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নামে অনূদিত হয়ে এখন পাঠকের হাতে। আমার বিশ্বাস, যদি কেউ রাসূলপ্রেমে সিক্ত হয়ে ঘটনা-গুলো পড়ে, অবশ্যই নিজের অজান্তে তার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হবে।

এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, অনুবাদের জগতে আমার পদচারণা একেবারেই নতুন। উর্দু ভাষার স্বকীয়তা বজায় রেখে লেখকের মূলভাব ফুটিয়ে তোলার

যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়াই স্বাভাবিক। কারও দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি ধরা পড়লে অনুগ্রহ করে আমাদের জানাবেন। পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নেব, ইনশাআল্লাহ।

নূরুল কুরআন প্রকাশনীর সম্মানিত স্বত্বাধিকারী পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব জনাব মুহাম্মদ ইলিয়াস সাহেব বইটি প্রকাশ করে এক মহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, আল্লাহ তাকে এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

বইটি পড়ে একজন পাঠকও যদি রাসূলের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে জীবনকে তার আদর্শে পরিচালিত করে এবং আল্লাহর ভয়ে এককোঁটা অশ্রুও ঝরায়, তবেই এ কলম ধরা সার্থক হবে।

আল্লাহ এ খেদমতকে কবুল করে রোজ হাশরে তার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় হাতে আবে কাউসার পান করার এবং তার দিদার লাভে ধন্য হবার ধন্য তাওফীক দান করুন। আমীন।

বিনয়াবনত
আবদুর রহমান

বাণী ও দুআ

—বাহরুল উলুম হযরত মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ আযমী রহ.
মুহাদ্দিস : দারুল উলূম দেওবন্দ।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى و سلم على عباده الذين اصطفى اما بعد:

পবিত্র কুরআনে কারীম রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়ায় প্রেরণের চারটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে : ১. তিলাওয়াতে কুরআন; ২. পবিত্র কুরআনের শিক্ষা; ৩. হিকমত তথা প্রজ্ঞার শিক্ষা; ৪ উম্মতের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধি।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْأُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তার আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতিপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত।[১]

গোটা দুনিয়াবাসীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনিভাবে নতুন আসমানি শিক্ষা এবং নতুন ইলম ও প্রজ্ঞা দ্বারা বিভূষিত করেছেন, তদ্রূপ নতুন শিষ্টাচার, নব উদ্দীপনা, পরকাল-চিন্তা, প্রেম-ভালবাসা, উদার নীতি, পরম সহিষ্ণুতা, আল্লাহর প্রতি ভয় ও অনুরাগ এবং তার প্রতি মুখাপেক্ষিতা, দুআ ও ইবাদতের প্রতি আকর্ষণ এবং বিনয়ের মতো মহামূল্যবান দৌলত প্রদান করে উম্মতে মুহাম্মদীকে সম্মানিত করেছেন।

---

১. সূরা জুমআ, আয়াত : ২।

ঈমানের পর মানব-জীবনের সফলতার সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে আল্লাহর ভয় এবং পরকালের চিন্তা। এজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের মধ্যে এই গুণ দুটি সৃষ্টি করার জন্য সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে গেছেন। আল্লাহর ভয় এবং পরকালের চিন্তার উপকারিতা ও ফাযায়েল বর্ণনা করে আল্লাহর ক্রোধ ও শাস্তি এবং পরকালের নাজুক পরিস্থিতির কথা সকলকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। যার বদৌলতে হৃদয়ে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যে, সুস্থ ও সুন্দর জীবনের জন্য একটি উন্নত জীবনে পদার্পণ প্রয়োজন। আর আলোকিত প্রদীপ থেকেই মূলত আলো বিচ্ছুরিত হয়।

সাহাবা আজমায়িনের মাঝে দ্বীনের ব্যাপারে এত উঁচু তবকার বিশ্বাস ও দৃঢ়তা এবং আমলের দিক দিয়ে দুনিয়ার সকল মানব থেকে এতটা অগ্রসরতা —এসব কেবল পবিত্র কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের মাধ্যমেই ঘটেনি; বরং নিজের মাঝে রাসূলের জীবনের প্রতিটি বিষয়কে প্রতিফলিত করার জন্য তারা সদাজাগরূক ছিলেন। রাসূলের জীবনের প্রতিটি বিষয়ের প্রতি তারা ছিলেন খুবই প্রভাবান্বিত। দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারা রাসূলের জীবনকে সামনে রাখতেন। দ্বীন কেবল নিছক কিছু আচার এবং রীতিনীতির সমষ্টির নাম নয়। দ্বীনের সতেজতা এবং সঞ্জীবনী শক্তি টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবা আজমায়িনের নানাবিধ ঘটনা এবং তাদের থেকে প্রকাশিত অতুলনীয় কর্মধারা ও ঈমানী চেতনা—এগুলো ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে কেবল আকায়েদ এবং হুকুম-আহকামই উম্মতের জন্য জারি থাকেনি; বরং এ দুটি ছাড়াও কেয়ামত অবধি প্রত্যেক যুগেই দ্বীনের রুহানী শক্তি এবং ঈমানী লায্যাত উম্মতে মুহাম্মদী প্রাপ্ত হবে, যা সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেক সংশ্রব থেকে অর্জন করেছিলেন। আর এটা চিরন্তন সত্য যে, জগতে ঘটে যাওয়া উল্লেখ্যযোগ্য যত ঘটনাপ্রবাহ রয়েছে এবং শিক্ষণীয় যত আমল রয়েছে, তন্মধ্যে যা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং মানব-জাতির জন্য সবচেয়ে উপকারী, তা হচ্ছে রাসূলের সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, যেগুলো রাসূলের পুণ্যময় জীবন থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এরপর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং উপকারী বিষয় প্রতিফলিত হয়েছে সাহাবা

আজমায়িনের জীবনে। অতঃপর জগদ্বিখ্যাত ওলীদের জীবনে। এরূপ পর্যায়-ক্রমে মহান মনীষী ও আল্লাহওয়ালাদের জীবন ও কর্মে তা বাস্তবায়িত হয়েছে।

জনাব মাওলানা আবদুল গনী সাহেব রাসূলের পবিত্র জীবনী, সাহাবায়ে কেরাম ও আল্লাহওয়ালাদের পক্ষ থেকে আল্লাহর ভয় ও পরকালের ফিকির এবং এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ঘটনাবলি সংকলন করেছেন, যেগুলো পড়ার দ্বারা হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তিত হয় এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় এবং পরকালের ফিকির সৃষ্টি হয়।

দুআ করি, আল্লাহ তাআলা সর্বদিকের সফলতা এবং কামিয়াবী সকলের জন্য ধার্য করুন। আমিন।

মাওলানা নেয়ামতুল্লাহ আযমী
মুহাদ্দিস : দারুল উলুম দেওবন্দ।

সূ চি প ত্র

উম্মতের জন্য প্রিয় নবীর কান্না ১৫
হযরত হামযা রা.-এর শাহাদাতে নবীজির কান্না ১৭
নামাযে প্রিয় নবীর কান্না ১৯
শাস্তির ভয়ে নবীজির কান্না ২১
হযরত আবু বকরে কষ্টে নবীজির কান্না ২২
চাচার প্রতি নিরাশ হয়ে নবীজির কান্না ২৩
খাবারের আধিক্যে রাসূলের কান্না ২৪
সাআদ ইবনে মুআয রা.-এর মৃত্যুতে প্রিয় নবীর কান্না ২৬
কবর দেখে নবীজির কান্না ২৬
মুসআব ইবনে উমায়েরের দরিদ্রতার কারণের প্রিয় নবীর কান্না ২৬
হযরত উসমান ইবনে মাযউন রা.-এর মৃত্যুতে রাসূলের কান্না ২৮
উম্মত থেকে চিরবিদায়ের কারণে নবীজির কান্না ২৯
চোরের হাত কাটার কারণে নবীজির কান্না ৩০
সন্তানের মৃত্যুতে নবীজির কান্না ৩১
নাতির মৃত্যুতে নবীজির কান্না ৩২
ওয়াজ-নসীহত করা অবস্থায় নবীজি কেঁদেছিলেন ৩৩
সূর্যগ্রহণের মুহূর্তে নবীজির কান্না ৩৩
জাহান্নামের ভয়ে নবীজির কান্না ৩৪
কবরের আযাবের কারণে প্রিয় নবীর কান্না ৩৫
হযরত খাদীজা রা. কাফন চাওয়ায় প্রিয় নবীর কান্না ৩৬
হযরত জাফর রা.-এর শাহাদাতে নবীজির কান্না ৩৭
উম্মতের রিয়ার কারণে প্রিয় নবীর কান্না ৩৭
কবরবাসীর আযাবের কারণে রাসূলের কান্না ৩৮
নারীদের শাস্তির দৃশ্য দেখে নবীজির কান্না ৩৮
মুআয ইবনে জাবাল রা.-এর প্রশ্নে নবীজির কান্না ৪০

এক আনসারী নারীর সন্তানের মৃত্যুতে নবীজির কান্না..... ৪২
হযরত দিহ্ইয়ায়ে কালবী রা.-এর ঘটনায় নবীজির কান্না..... ৪৩
সিজদায় পড়ে প্রিয় নবীর কান্না..... ৪৪
কবরে নবীজির কান্না..... ৪৬
হাশরের ময়দানে উম্মতের জন্য রাসূলের কান্না ৪৬
শবে বরাতে নবীজির কান্না..... ৪৮
উম্মতের বিচ্ছেদ-ব্যথায় নবীজির কান্না..... ৫০
কাফেরদের ভর্ৎসনায় রাসূলের চিন্তিত হওয়া ৫১
সাহাবায়ে কেরামের ক্রন্দনে নবীজির কান্না..... ৫১
কুরআন শুনে নবীজির কান্না ৫২
সাবেত ইবনে রাবিআর মৃত্যুতে প্রিয় নবীর কান্না..... ৫৩
হযরত খাদীজা রা.-এর স্মরণে নবীজির কান্না..... ৫৩
হযরত যায়েদ রা.-এর শাহাদাতে নবীজির কান্না..... ৫৪
হযরত যায়েদ রা.-এর ছেলের ক্রন্দনে নবীজির কান্না..... ৫৪
হযরত আলী রা.-এর দীর্ঘ সফরের কারণে রাসূলের কান্না..... ৫৫
পুনরুত্থানের পর উম্মতের জন্য নবীড়জির কান্না ৫৫
এক-তৃতীয়াংশ উম্মতকে ক্ষমা করার পরও প্রিয় নবীর কান্না..... ৫৯
এক দুর্ভাগার কথা শুনে রাসূলের ব্যথিত হওয়া ৬১
কাদেরদের কষ্ট প্রদানে রাসূল ব্যথিত হলেন..... ৬২
কাফেরদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কারে নবীজির রাগান্বিত হওয়া..... ৬৩
আবদুল মুত্তালিবের লাশের খাটিয়া নিয়ে যাওয়ার সময়
নবীজির কান্না..... ৬৫
আবু তালিবের মৃত্যুতে প্রিয় নবীর কান্না ৬৫
বীরে মাউনার ঘটনায় নবীজির ব্যথিত হওয়া..... ৬৬
বদর যুদ্ধে নবীজির কান্না..... ৬৯
খুতবার মাঝে নবীজির কান্না..... ৬৯
জাহান্নামের অবস্থা শুনে নবীজির কান্না..... ৭০

প্রিয় নবীর কান্না

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

উম্মতের জন্য প্রিয় নবীর কান্না

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত আয়াতখানা তিলাওয়াত করলেন,

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

হে মালিক, এ সকল মূর্তি মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার পথের উপর চলবে সে আমার আর যে আমার অবাধ্যতা করবে, নিশ্চয়ই আপনি তো ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।[১]

অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করতে লাগলেন,

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

যদি আপনি তাদের শাস্তি দান করেন, তা হলে তো তারা আপনারই গোলাম। আর যদি তাদের ক্ষমা করে দেন, নিশ্চয় আপনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।[২]

অতঃপর তিনি দু-হাত উপরে তুলে ধরলেন এবং বলতে লাগলেন,

اَللّٰهُمَّ اُمَّتِيْ اَللّٰهُمَّ اُمَّتِيْ اَللّٰهُمَّ اُمَّتِيْ

হে আল্লাহ, আমার উম্মত! হে আল্লাহ, আমার উম্মত! হে আল্লাহ, আমার উম্মত!

---

১. সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ৩৬।

২. সূরা মায়েদা, আয়াত : ১১৮।

আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা দেখে সব কিছু জানা সত্ত্বেও বলতে লাগলেন, হে জিবরাইল, এখনই তার নিকট যাও। গিয়ে জিজ্ঞেস করো, আমার হাবিব কেন কাঁদছেন?

জিবরাইল আলাইহিস সালাম তৎক্ষণাৎ নবীজির নিকট এলেন এবং কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেবল আমার উম্মতের জন্য।

জিবরাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট গিয়ে সব বললেন। আল্লাহ তার কথা শ্রবণ করে বলতে লাগলেন, হে জিবরাইল, গিয়ে তাকে বলো, নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে তোমার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করব এবং তোমাকে নিরাশ করব না।[১]

দ্বিতীয় আরেকটি ঘটনা। একবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতভর কান্নাকাটি করলেন। সকাল পর্যন্ত নামাযে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করতে থাকলেন,

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ[২]

হে আল্লাহ, আপনি যদি চান তাদের শাস্তি দেবেন, তা হলে তো তারা আপনারই বান্দা। আর আপনি হচ্ছেন মালিক। মালিকের এই ইচ্ছাধিকারও রয়েছে যে, বান্দাদের শাস্তি দেবে। আপনার এই ক্ষমতাও রয়েছে যে, তাদের মাফ করে দেবেন। নিশ্চয় আপনি মহাপরাক্রমশালী। মাফ করে দেওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা আপনার রয়েছে। আপনি এমন প্রজ্ঞাময় সত্তা, যার ক্ষমা করে দেওয়া সর্বদাই তার প্রজ্ঞার অনুযায়ী হবে।[৩]

কী পরিমাণ মায়া ও দয়ার বদৌলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতের জন্য সারা সারা রাত অশ্রুধারায় সিক্ত হয়েছেন! অন্যথায় তিনি তো আল্লাহ তাআলার মাহবুব।

ফকীহ ও মুহাদ্দিসগনের সর্দার ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.-এর একটি ঘটনাও অনুরূপ। একবার তিনি রাতভর নামাযে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

---

১. সূরা মায়েদ, আয়াত : ১১৮।
২. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৬/৫৪০।
৩. ফাযায়েলে আমল, পৃষ্ঠা : ২৯।

وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ

হে অপরাধীরা, আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও।[১]

আর দু-চোখ দিয়ে তপ্ত অশ্রু অবিরাম ধারায় ঝরে পড়েছে। এ আয়াতে কারীমার মর্মার্থ হচ্ছে, কিয়ামতের দিন মুজরিম ও অপরাধীদের ব্যাপারে আদেশ আসবে, দুনিয়াতে সকলেই একসাথে চলেছিলে। কিন্তু আজ সমস্ত অপরাধী এবং নিরপরাধী পৃথক হয়ে যাও। ইমাম আবু হানীফা বলেন, এ হুকুম শুনে যতটুকু সময় কান্না এসেছে, তা তুলনামূলক কম। কেননা এটা জানা নেই, আমার গণনা কি অপরাধীদের মধ্যে হবে নাকি নিরাপরাধীদের মধ্যে।[২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি মুহূর্তে উম্মতের ফিকিরে মগ্ন থাকতেন। একবার আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রা.-কে লক্ষ্য করে দুআ করতে লাগলেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا اَسَرَّتْ وَمَا اَعْلَنَتْ

হে আল্লাহ, আয়েশার অতীতের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দাও এবং তার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ধরনের গুনাহ মাফ করে দাও।

এই দুআ শ্রবণ করে হযরত আয়েশা রা. এত খুশি হলেন যে, রাসূলে প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধায় তার মাথা ঝুঁকে পড়ল।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার এ দুআ তোমাকে কি সন্তুষ্ট করে দিয়েছে?

তিনি বললেন, কেনই-বা সন্তুষ্ট করবে না?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর কসম! এরূপ দুআ আমার উম্মতের জন্য প্রত্যেক নামাযে হয়।[৩]

হযরত হামযা রা.-এর শাহাদাতে নবীজির কান্না

হযরত জাবের রা. বর্ণনা করেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

১. সূরা ইয়াসিন, আয়াত : ৫৯।
২. ফাযায়েলে আমাল, পৃষ্ঠা : ২৯।
৩. মাজমা, ৯/২৪৪।

উহুদ যুদ্ধ থেকে লোকদের নিয়ে ফিরছিলেন, তখন হযরত হামযা রা.-কে দেখছিলেন না।

জাবের রা. বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমি তাকে উহুদ পাহাড়ের নিচে দেখেছি। তিনি বলছিলেন, আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নির্ভীক সৈনিক। হে আল্লাহ, আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি ঐ সকল বিষয় থেকে, যা এই লোক (আবু সুফিয়ান) নিজের সাথে নিয়ে এসেছে (অর্থাৎ মূর্তিপূজার অসারতা) এবং আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি মুসলিমদের পরাজিত হওয়া থেকে।

একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তড়িৎগতিতে সে স্থানে পৌঁছলেন। যখন তার মুখাবয়বের দিকে তাকালেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অঝোর ধারায় কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি দেখলেন, তার অঙ্গ বিকৃতি করা হয়েছে। তিনি ভীষণ ব্যথিত হলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কারোর নিকট কাফনের কাপড় আছে কি?

এক আনসারী সাহাবী হযরত হামযা রা.-কে কাপড় দ্বারা ঢেকে দিলেন। হযরত জাবের রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেয়ামতের দিন হামযা রা. আল্লাহর নিকট সকল শহীদদের সর্দার হবেন।

হযরত হামযা রা. কাফেরদের নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যক্তি ছিলেন। হারিস তাইমী বলেন, বদর যুদ্ধের দিন হামযা রা. উটপাখির পালকের নিশান নিজের সাথে রেখেছিলেন। মুশরিকদের এক ব্যক্তি এটা দেখে বলতে লাগল, সে কে?

বলা হলো, ইনি হচ্ছেন আবদুল মুত্তালিবের ছেলে হামযা।

সেই মুশরিক বলল, ইনি সেই ব্যক্তি যে আমাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটায়।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বর্ণনা করেন, বদর যুদ্ধের দিন উমাইয়া ইবনে খালফ আমাকে জিজ্ঞেস করল, ইনি কে, যিনি নিজের বুকের সাথে উটপাখির পালকের নিশান লাগিয়ে রেখেছেন?

আমি বললাম, ইনি হচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা, আবদুল মুত্তালিবের ছেলে হামযা রা.।

উমাইয়া ইবনে খালফ বলল, ইনি সেই ব্যক্তি যে আমাদের অনেক কষ্ট দেয়।[১]

নামাযে প্রিয় নবীর কান্না

হযরত উবাইদ ইবনে উমাইর রা. বর্ণনা করেন, একবার আমি আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর নিকট দরখাস্ত করলাম, তিনি যেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো আশ্চর্য ঘটনা আমাকে শোনান। হযরত আয়েশা রা. বললেন, একদিন তিনি আমার ঘরে তাশরীফ এনে আমার কাছে শুয়ে পড়লেন। পরক্ষণেই তিনি বলতে লাগলেন, রাখো। আমি আমার রবের ইবাদত করব।

একথা বলেই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাযের নিয়ত বেঁধে অবিরল ধারায় কাঁদতে শুরু করলেন। এমনকি দাড়ি মোবারক পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল। কান্না করতে করতেই রুকুতে চলে গেলেন। রুকুতে খুব কাঁদলেন। এমনিভাবে সিজদায়ও কাঁদলেন। যদ্দরুন চোখের তপ্ত অশ্রুধারায় জমিনও ভিজে গেল। পরিশেষে হযরত বেলাল রা. ফজরের আযান দেওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলেন।

আয়েশা রা. বলেন, আমি তখন বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি তো নিষ্পাপ। তারপরও এত কাঁদছেন কেন?

তখন জবাব দিলেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবো না! কেনই-বা আমি কাঁদব না? আজ তো এ আয়াতে কারীমা নাযিল হয়েছে :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নির্দশন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯০)[২]

* * *

হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম আমার নিকট সারা রাত অবস্থান করলেন। যখন বেলাল রা. আযান

---

১. হায়াতুস সাহাবা, ২/৫৯৭।

২. তারগীব, ৩/২।

দিলেন, তিনি বিছানা থেকে উঠে গোসল করলেন। আমি দেখলাম, পানি তার কপোল বেয়ে দাড়ি মোবারক দিয়ে টপ টপ করে ঝরছে। অতঃপর মসজিদে গিয়ে নামায পড়ালেন। আমি তখন নামাযেই রাসূলের কান্নার আওয়াজ শুনতে পেলাম।[১]

* * *

হযরত মুতাররিফ নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি এমনভাবে নামায পড়ছিলেন যে, কান্নার কারণে হেঁচকি উঠে গিয়েছিল। অনেকটা আটা পেষার চাক্কির আওয়াজের মতো শোনা যাচ্ছিল। একথা দ্বারা উদ্দেশ্য, তিনি খুব বেশি কান্না করছিলেন।[২]

* * *

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় একবার সূর্যগ্রহণ হলো। সাহাবায়ে কেরাম খুব চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পরলেন যে, এক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী আমল করেন?

সবাই নিজ নিজ কাজ ছেড়ে নবীজিকে লক্ষ করতে লাগলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে নিয়ে সূর্যগ্রহণের দু-রাকাত নামায পড়লেন, যা এত দীর্ঘ ছিল যে, লোকেরা চেতনা হারিয়ে পড়ে যাবার উপক্রম হলো। এই দু-রাকাত নামাযে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশি কেঁদেছিলেন। নামায শেষে তিনি বলতে লাগলেন, হে প্রতিপালক, আপনি কি আমার সাথে ঐ প্রতিজ্ঞা রাখবেন না যে, আমার উপস্থিতিতে এ সকল লোককে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করবেন না? এরা আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছে, এমতাবস্থায় হে মালিক, তাদের শাস্তি দ্বারা গ্রাস করবেন না।

অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে লোকদের নসীহত করলেন, যখনই তোমরা এমন অবস্থার সম্মুখীন হবে, সূর্যগ্রহণ কিংবা চন্দ্রগ্রহণ লাগবে, তখন তড়িৎগতিতে নামাযের প্রতি ধাবমান হবে।[৩]

---

১. হাইসামী, ২/৮৯।
২. তারগীব, ১/৩১৫।
৩. ফাযায়েলে আমাল, পৃষ্ঠা : ২৮।

শাস্তির ভয়ে নবীজির কান্না

বদর যুদ্ধ সংঘটিত হবার পর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বন্দিদের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন। হযরত আবু বকর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এ-সকল লোক আমাদের বাপ-চাচার সন্তানসন্ততি, আমাদেরই বংশীয় আত্মীয়স্বজন। অতএব মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক। এ মুক্তিপণ কাফেরদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বেশ শক্তি যোগাবে। যতদূর সম্ভব আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তাদের হেদায়াত দান করবেন এবং তারা আমাদের সহযোগী বনে যাবে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত উমর রা. বলেন, অমুক ব্যক্তি আমার আত্মীয়। সুতরাং তাকে আমার হাওয়ালা করা হোক, যাতে আমি তাকে হত্যা করতে পারি। আকিলকে আলীর নিকট এবং অমুককে হামযার নিকট ন্যাস্ত করা হোক। যাতে প্রত্যেকেই নিজ আত্মীয়ের গর্দান উড়িয়ে দিতে পারে। এতে করে আমরা আল্লাহর নিকট বলতে পারব, আমাদের অন্তরে মুশরিকদের ব্যাপারে কোনো ধরনের আকর্ষণ ও মহব্বত নেই।

হযরত উমর রা. বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সিদ্ধান্তের প্রতি খেয়াল না দিয়ে আবু বকর রা.-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। আর তাদের থেকে মুক্তিপণ নিলেন।

হযরত উমর রা. বলেন, দ্বিতীয় দিন আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম এবং আবু বকরের খিদমতে উপস্থিত হলাম। দেখলাম, উভয়ে একসাথে কাঁদছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি এবং আবু বকর কীসের জন্য কাঁদছেন? আমাকে বলুন! যদি এতে আমার কান্না আসে, আমিও তাতে শরীক হবো। আর যদি কান্না না আসে, তা হলে আপনার কষ্টের কারণে নির্দ্বিধায় কান্না করব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বন্দিদের ব্যাপারে মুক্তিপণ নেওয়ার বদৌলতে শাস্তি আমাদের এত নিকটে চলে এসেছে যে, এ গাছটি থেকেও বেশি নিকটে।

নিকটবর্তী একটি গাছের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি কথাটি বললেন।

অতঃপর বললেন, এই তো কিছুক্ষণ আগে এ আয়াতে কারীমা নাযিল হলো :

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَّكُونَ لَهُ أَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দিদের নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা করো, অথচ আল্লাহ চান আখেরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। (সূরা আনফাল, আয়াত : ৬৭)[১]

হযরত আবু বকরে কষ্টে নবীজির কান্না

ইসলামের সূচনালগ্নে যে ব্যক্তিই ইসলাম ধর্মে দাখিল হতো, নিজের ইসলাম-গ্রহণের সংবাদ গোপন রাখত। কিন্তু যখন মুসলমানের সংখ্যা ৩৯ কোটায় গিয়ে পৌঁছল, তখন আবু বকর রা.-এর পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে নিয়ে মসজিদে তাশরীফ আনলেন। হযরত আবু বকর রা. খুতবা দিতে শুরু করলেন। মুহূর্তের মধ্যে চতুর্দিক দিয়ে কাফের-মুশরিকরা মুসলমানদের উপর চড়াও হতে লাগল। হযরত আবু বকর রা.-কে তারা এত মারধর করল যে, তার নাক মুখ রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। যদ্দরুন চেহারা চেনাও মুশকিল হয়ে গেল। এমনকি মারের প্রচণ্ডতায় একপর্যায়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তার গোত্রের লোকেরা খবর পেয়ে তাকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি বেহুঁশই ছিলেন। কিছুক্ষণ পর যখন কথা বলার মতো সংবিৎ পেলেন, তখন তার প্রথম কথা ছিল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কী অবস্থা?

অতঃপর বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূলের সাথে দেখা না করব, একটি দানাপানিও মুখে তুলব না।

যখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমে এলো, আবু বকর রা.-এর মা তাকে নিয়ে দারুল আরকামে পৌঁছলেন। রাসূলকে দেখামাত্র তাকে জড়িয়ে ধরে অবর্ণনীয়-ভাবে কাঁদতে লাগলেন। তাদের অবস্থা দেখে অন্যরাও নিজেদের সংবরণ করতে পারল না। তাদেরও চোখ দিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। হযরত আবু বকর রা. রাসূলের নিকট দরখাস্ত করলেন, তিনি যেন

---

১. হায়াতুস সাহাবা, ২/৪২।

তার মাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। রাসূলের পক্ষ থেকে দাওয়াত দেওয়ার সাথে সাথে হযরত আবু বকর রা.-এর মা মুসলমান হয়ে গেলেন। এ দিনই হযরত হামযা রা. ইসলাম গ্রহণ করেন। এর তিন দিন পর হযরত উমর রা. ইসলাম কবুল করেন।[১]

চাচার প্রতি নিরাশ হয়ে নবীজির কান্না

হযরত আকিল রা. বর্ণনা করেন, আমার পিতা আবু তালেবের নিকট কুরাইশের লোকেরা একত্র হয়ে বলতে লাগল, হে আবু তালিব, তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের কর্মক্ষেত্র ও সভা-মজলিসে এসে এমন এমন কথা শোনায়, যা আমাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয়, তা হলে তাকে আমাদের নিকট আসা থেকে বারণ করো।

হযরত আকিল রা. বলেন, আমার পিতা আমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে আনার জন্য বললেন। অতঃপর আমি তাকে ডেকে নিয়ে আসি।

আবু তালেব বললেন, হে আমার ভাতিজা, তুমি নিজেও অবগত রয়েছ, আল্লাহর কসম! আমি তোমার খুব প্রিয় ভাজন। তোমার গোত্রের লোকেরা আমার নিকট এসে অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাদের নিকট এবং তাদের মজলিসে গিয়ে এমন কিছু কথা শোনাও, যা তাদের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি তুমি সঙ্গত মনে করো, তা হলে তাদের নিকট যাওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখো।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু তালেব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ভাতিজা, তোমার গোত্রের লোকেরা আমার নিকট এসে এমন বলেছে। সুতরাং তুমি আমার উপর এবং আমার বর্তমান অবস্থার উপর রহম করো। আমার উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়ো না, যা সহ্য করার শক্তি না আমার আছে, না তোমার আছে। অতএব তোমার কওমের নিকট তোমার যে-সকল কথাবার্তা অপছন্দনীয় মনে হয়, তা থেকে বিরত থাকো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচার বক্তব্য শুনে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, তার ব্যাপারে তার চাচার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে গেছে।

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/৩০।

নিজেকে তিনি সমাজের নিকট অসম্মানিত মনে করছেন এবং তাকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে নিজেকে দুর্বল ভাবছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থাদৃষ্টে বলতে লাগলেন, হে চাচা, যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র দেওয়া হয়, তবুও এ কাজ থেকে আমি পিছু হটব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাআলা এ ধর্মকে বিজয় দান করবেন। অন্যথায় এক্ষেত্রে নিজেকে উৎসর্গ করে দেব।

এ কথা বলতে বলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুচোখ দিয়ে অবিরাম ধারায় অশ্রু প্রবাহিত করতে লাগলেন। যখন তিনি সেখান থেকে মুখ ঘুরিয়ে যাবার জন্য উদ্যত হলেন, আবু তালেব তার এই উদ্যম মনোভাব এবং দ্বীনী প্রভাব লক্ষ করে বলতে লাগলেন, দাঁড়াও, তুমি তোমার কাজ করতে থাকো। তোমার নিকট যা ভালো মনে হয়, তাই বলো। আমার উপস্থিতিতে কেউ তোমার শরীরের একটি পশমও উপড়াতে পারবে না।[১]

খাবারের আধিক্যে রাসূলের কান্না

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, ঠিক দুপুরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদের উদ্দেশ্যে ছুটে চললেন। হযরত উমর রা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ অসময়ে কোন্ প্রয়োজনে বের হলেন?

হযরত আবু বকর রা. বললেন, মূলত প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় ঘর থেকে বের হয়েছি।

তখন উমর বললেন, আল্লাহর কসম! আমিও প্রচণ্ড ক্ষুধার তাড়নায় ঘর থেকে বের হয়েছি।

দুজনই পরস্পর কথা বলছিলেন। এমনই সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বরে হলেন। তাদের দুজনের নিকট গিয়ে বলতে লাগলেন, এ অসময়ে তোমাদের দেখা?

তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম! আমরা কেবলই ক্ষুধার তাড়নায় ঘর থেকে বের হয়েছি। অন্য কোনো কারণে নয়।

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/৪২।

তাদের কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কসম ঐ পবিত্র সত্তার, যার কবজায় আমার জান! আমিও ক্ষুধার তাড়নায় বের হয়েছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চলো আমার সাথে।

তিনজনই হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা.-এর ঘরে তাশরীফ নিলেন। তার স্ত্রী তাদের দেখে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল, শুভাগমন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু আইয়ুব কোথায়?

তিনি তখন বাগানে ছিলেন। রাসূলের কথা শোনামাত্র তড়িৎবেগে বাগান থেকে ফিরে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, শুভাগমন!

অতঃপর বললেন, হুজুর, এসময় সাধারণত আপনার তাশরীফ আনা হয় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ।

হযরত আবু আইয়ুব রা. বিলম্ব না করে বাগান থেকে খেজুরের একটি ছড়া নিয়ে এলেন, যাতে বিভিন্ন কিসিমের খেজুর ছিল। ছড়াটি তাদের সামনে রাখা হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ কী! সব ধরনের খেজুরই তো নিয়ে এসেছ।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. বললেন, হুজুর, এটা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় যে, আপনি এর থেকে পাকা, শুকনো এবং আধপাকা যে খেজুর ইচ্ছা খাবেন। আমি এখনই বকরি জবাই করছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি বকরি জবাই করো, তা হলে দুগ্ধ দানকারী বকরি যেন জবাই না করা হয়।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. এক বছরের একটি বকরির বাচ্চা জবাই করলেন। স্ত্রীকে বললেন, তুমি রুটি বানাতে থাকো।

হযরত আবু আইয়ুব রা. বকরির অর্ধেক গোশত রান্না করলেন আর অর্ধেক গোশত ভুনা করলেন। খাবার প্রস্তুত হয়ে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু আইয়ুব, ফাতেমাকে দিয়ে এসো। এমন রুচিকর খাবার সে কোনো দিন খায়নি।

হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. দ্রুতগতিতে খাবার নিয়ে গেলেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথীদের সাথে তৃপ্তিভরে খাবার খেলেন, বলতে লাগলেন, এ রুটি গোশত, শুকনো, পাকা এবং আধপাকা খেজুর!

(এ-সকল নেয়ামতের আলোচনা করতে করতে)—তার দু-চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। আর বললেন, কসম ঐ পবিত্র সত্তার, যার কবজায় আমার জান! এ-সকল নেয়ামতের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে।[১]

সাআদ ইবনে মুআয রা.-এর মৃত্যুতে প্রিয় নবীর কান্না

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বর্ণনা করেন, যখন সাআদ ইবনে মুআয রা. এর ইনতেকাল হয়, তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সকল সাথী কেঁদেছিলেন।

হযরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ভীষণ ব্যথিত হতেন, তখন নিজের দাড়ি মোবারক ধরে টানতেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাআদ ইবনে মুআযের কাফন-দাফন শেষ করে ফিরলেন, তখন তার চোখের পানি দাড়ি থেকে টপটপ করে নিচে পড়ছিল।[২]

কবর দেখে নবীজির কান্না

কুতাইবা ইবনে মুসলিম বর্ণনা করেন, একবার হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ খুতবা দিচ্ছিল। তার খুতবায় কবরের আলোচনা ছিল। বরাবরের মতো সে খুতবায় বলছিল, কবর হচ্ছে একাকিত্বের ঘর, অপরিচিতের ঘর।

একথা বলতে বলতে সে নিজেও কাঁদল এবং তার আশপাশে যারা ছিল তারাও অঝোর ধারায় অশ্রু বর্ষণ করল। অতঃপর হাজ্জাজ বলল, আমি আমীরুল মুমিনীন আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি মারওয়ান থেকে শুনেছি, মারওয়ান বলেন, যখন উসমান রা. খুতবা দিলেন তাতে তিনি বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কবর দেখতেন কিংবা কবরের আলোচনা করতেন, তখন তিনি ভীষণ কান্না করতেন।[৩]

মুসআব ইবনে উমায়েরের দরিদ্রতার কারণের প্রিয় নবীর কান্না

হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন, একদিন শীতের সকালে প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায়

---

১. হায়াতুস সাহাবা, ২/৩২৬।
২. আল-কান্য, ৭/৪২।
৩. আল-কান্য, ৮/১০৯।

ঘর থেকে বের হলাম। কিছু খাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল। ঠান্ডার কারণে পা'ও আটকে যাচ্ছিল। কর্তিত একটি গাছের ছাল আমার সামনে ছিল। আমি তা উঠিয়ে দু-টুকরো করলাম। একটিকে গলায় আরেকটিকে বুকে জড়িয়ে নিলাম; যাতে গরম অনুভব হয়। আল্লাহর কসম! আমার ঘরে কোনো খাবার ছিল না, যা আমি খাব। তবে হ্যাঁ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরেও যদি কিছু থাকত, তা হলে অবশ্যই তা থেকে আমার কিছু মিলত। আমি মদীনা থেকে বের হলাম। দেখলাম, এক ইহুদী বাগানে পায়চারী করছে। তার দিকে তাকালাম। সে ইহুদী বলল, হে গ্রাম্য ব্যক্তি, কী খবর! তুমি কি এই পারিশ্রমিকে সম্মত হবে যে, বাগানে পানি সিঞ্চনের জন্য প্রতি বালতি পানি নিয়ে আসার বিনিময়ে একটি করে খেজুর পাবে?

আমি বললাম, ঠিক আছে। আমি বাগানের দরজা খোলার জন্য সামনে গেলে সে ইহুদী আমার জন্য দরজা খুলে দেয়। সুতরাং আমি এক বালতি করে পানি নিয়ে আসি আর সে প্রতি বালতির বিনিময়ে একেকটি করে খেজুর প্রদান করে। এমনকি খেজুর দ্বারা আমার উভয় হাত ভরে যায়। আমি বললাম, এতটুকুই যথেষ্ট। অতঃপর আমি খেজুরগুলো খেয়ে পানি পান করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। রাসূলের সামনে থাকা লোকদের সমাগমে বসে গেলাম। হঠাৎ আমাদের সামনে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের রা. তালিযুক্ত একটি চাদর পরিধান করে এলেন। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখলেন, তখন ইসলাম কবুল করার পূর্বে তার ধন-দৌলত ও ঐশ্বর্যের কথা রাসূলের মনে পড়ে গেল। তার বর্তমান অবস্থা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু-চোখ অশ্রুতে ভরে গেল। তিনি খুব কাঁদলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা এই ব্যাপারটিকে কীভাবে নেবে যে, তোমাদের প্রত্যেকেই সকালবেলা এক জোড়া কাপড় পরবে আর সন্ধ্যাবেলা আরেক জোড়া কাপড় পরবে; এবং নিজেদের ঘরকে এমনভাবে পর্দা দ্বারা আবৃত করবে, যেমনিভাবে কাবা গিলাফ দ্বারা আবৃত থাকে?

তারা বললেন, সেদিনটি আমাদের নিকট অত্যন্ত কল্যাণকর দিন হবে। আমরা দরিদ্রতার কষ্ট থেকে বেঁচে যাব। ইবাদত-বন্দেগীর জন্য অনেক সময় পাব।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না না; বরং আজকের দিনটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর ঐ সময় থেকে।[১]

হযরত উসমান ইবনে মাযউন রা.-এর মৃত্যুতে রাসূলের কান্না

হযরত ইবনে শিহাব রহ. বর্ণনা করেন, হযরত উসমান ইবনে মাযউন রা. একদিন ডোরাকাটা চাদর পরিহিত অবস্থায় মসজিদে দাখিল হলেন। চাদরটির বিভিন্ন জায়গায় ছেঁড়া ছিল। তিনি চামড়া টুকরো টুকরো করে ঐ ছেঁড়া জায়গাগুলোতে তালি লাগিয়েছিলেন। তার অবস্থা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারপরনাই ব্যথিত হলেন। রাসূলের এর ব্যথিত চেহারা সাহাবায়ে কেরামের ওপর বেশ প্রভাব সৃষ্টি করল।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান ইবেন মাযউন রা.-এর মৃত্যুর দিনে তার নিকট তাশরীফ নিলেন। তিনি তার দিকে এমনভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে বসলেন, যেন তাকে কোনো বিষয়ের ওসিয়ত করছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি তার মাথা মোবারক ওঠালেন। সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখে কান্নার প্রতিক্রিয়া দেখতে পেলেন। দ্বিতীয়বার আবার তিনি তার দিকে মাথা ঝোঁকালেন। কিছুক্ষণ পর আবার ওঠালেন। সাহাবায়ে কেরাম এবারও দেখতে পেলেন তিনি কাঁদছেন। তৃতীয়বার আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রতি মাথা ঝোঁকালেন। অতঃপর মাথা ওঠালেন। এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে হঠাৎ কান্নার আওয়াজ বের হলো। এবার সাহাবায়ে কেরাম আঁচ করতে পারলেন, হযরত উসমান ইবেন মাযউন রা. আর দুনিয়াতে নেই। সকল সাহাবী কাঁদতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ অবস্থা দেখে বলতে লাগলেন, কী ব্যাপার? এটা তো একটা শয়তানী কর্ম।

তখন সকলেই কান্না বন্ধ করে ইসতেগফার পড়তে লাগলেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু সায়েব, আমি তোমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছি। তবে নিঃসন্দেহে তুমি এ দুনিয়াকে এভাবে বিদায় দিচ্ছ, না তুমি দুনিয়া থেকে কিছু নিয়েছ না দুনিয়া তোমার থেকে কিছু নিয়েছে।[২]

---

১. আল-কান্য, ৩/৩২১।

২. হায়াতুস সাহাবা, ২/৩৩০।

উম্মত থেকে চিরবিদায়ের কারণে নবীজির কান্না

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিজ মৃত্যুর খবর দিলেন। তার উপর আমার পিতা-মাতা এবং আমার জীবন উৎসর্গ হোক। ওফাতপ্রাপ্তির ঠিক ছয়দিন পূর্বে যখন বিচ্ছেদের সময় ঘনিয়ে এলো, আমরা আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর ঘরে একত্র হলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রতি লক্ষ করলেন। আমরা দেখতে পেলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের দাড়ি মোবারক চোখের পানিতে ভিজে গেছে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের সকলের জন্য সুস্বাগতম! আল্লাহ তাআলা তোমাদের সকলকে দীর্ঘজীবী করুন, হেদায়াত দান করুন। তোমাদের সকলকে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিন, সাহায্য দান করুন। তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। তোমাদের সকলকে আল্লাহ তাআলা হেদায়াত দান করুন। আমি তোমাদের আল্লাহকে ভয় করার ওসিয়ত করছি। সকলকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি। তিনি তোমাদের প্রতি খলীফা নিযুক্ত করেছেন।

আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহর বান্দা। অতএব তোমাদের উচিত, তোমাদের নগরী ও আশপাশের কারও সাথে কোনো বিষয়ে অতিরঞ্জন না করা।

অতঃপর তিনি বললেন, সময় খুবই ঘনিয়ে আসছে। সুতরাং আমি আল্লাহর কাছে যাবার প্রত্যাশী। সিদরাতুল মুনতাহা, জান্নাতুল মা'ওয়া এবং উত্তম বন্ধুর নিকট যাবার খুবই প্রত্যাশী।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি তখন আরজ করলাম, আপনার মৃত্যুর পর আপনাকে কে গোসল দেবে? তিনি বললেন, আহলে বায়ত তথা আত্মীয়দের মধ্যে নিকটজনরা।

আমি বললাম, আপনাকে কোন্ জিনিস দ্বারা কাফন পরানো হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি চাও আমার পরিহিত এ কাপড়ের দ্বারা কিংবা ইয়ামানী চাদরে অথবা মিসরী সাদা চাদরে।

ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি আরজ করলাম, আপনার জানাযা নামায কে পড়াবে? একথা বলামাত্রই আমরা সকলেই একযোগে কেঁদে ফেললাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কাঁদলেন। অনন্তর তিনি বললেন,

শান্ত হও। আল্লাহ তোমাদের সকলকে ক্ষমা করে দিন। তোমাদের জন্য তোমাদের নবীর পক্ষ থেকে উত্তম জাযা! যখন তোমরা আমাকে গোসল দেওয়া থেকে ফারেগ হবে, আমাকে আমার খাটিয়ার উপর রেখে এ ঘরেই আমার কবরের মাথার স্থানে রেখে দেবে। সর্বপ্রথম আমার জানাযা নামায ফেরেশতারা পড়বে। অতঃপর তোমরা জামাতওয়ারী এসে আমার উপর দরূদ ও সালাম পড়বে। কোনো ব্যক্তির কান্না যেন আমাকে কষ্ট না দেয়।[১]

চোরের হাত কাটার কারণে নবীজির কান্না

আবু মুতাররিফ বর্ণনা করেন, আমি আলী রা.-কে দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো। লোকেরা বলল, সে উট চুরি করেছে। আলী রা. ঐ ব্যক্তিকে বললেন, আমার যত দূর ধারণা, তুমি চুরি করোনি।

উক্ত ব্যক্তি বলল, নিঃসন্দেহে আমি চুরি করেছি।

আলী রা. বললেন, মনে হচ্ছে তুমি এই উট চুরি করার ব্যাপারে সন্দিহান।

উক্ত ব্যক্তি আবারও বলল, না। আমি চুরি করেছি।

তখন আলী রা. সামনে থাকা এক ব্যক্তিকে বললেন, তার হাতের আঙুল-গুলো বেঁধে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দাও। এবং হাত কর্তনকারী ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, তার হাতকে কাটো। তবে এ দণ্ডবিধি আমি না আসা পর্যন্ত কার্যকর করবে না।

কিছু সময় পর আলী রা. এলেন। এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সত্যিই চুরি করেছ?

সে তখন বলল, না।

হযরত আলী রা. তাকে তিনি ছেড়ে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি তাকে কেন ছেড়ে দিয়েছেন? সে তো স্বীকার করেছে।

আলী রা. জবাব দিলেন, পাকড়াও করেছি তার স্বীকরোক্তির উপর। আবার তাকে ছেড়েও দিয়েছি তার স্বীকারোক্তির উপর।

অতঃপর আলী রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো, যে চুরি করেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

১. হায়াতুস সাহাবা, ২/৩৭৮।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিলেন, তার হাত কাটা হোক। রাসূলের কথা-মতো তার হাত কেটে দেওয়া হলো। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কান্না করলেন। আমি বললাম, আপনি কেন কাঁদছেন?

তিনি বললেন, আমি কেন কাঁদব না। তোমাদের মাঝে আমার উম্মতের হাত কাটা হবে!

সাহাবায়ে কেরাম তখন আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তা হলে তো আপনি মাফ করে দিলেই পারেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে ব্যক্তি নিকৃষ্টতম বাদশাহ, যে শরিয়তের নির্ধারিত দণ্ডবিধি উপেক্ষা করে। সুতরাং তোমাদের কারোর মাঝে যদি শরিয়তের নির্ধারিত দণ্ডবিধি উপেক্ষা করার মনমানসিকতা থাকে, তখন যেন মুআমেলা নিয়ে আমার নিকট না আসা হয়।[১]

সন্তানের মৃত্যুতে নবীজির কান্না

হযরত মাকহুল রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুর রহমান ইবেন আউফ রা.-এর প্রতি ভর দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহিম মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। যখন তার মৃত্যু হয়ে গেল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। আবদুর রহমান ইবনে আউফ রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এটি কি এমন বিষয় নয় যার থেকে আপনি বারণ করেছেন? যখন মুসলমানরা আপনাকে কাঁদতে দেখবে, তারাও কাঁদবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, আরে, এ তো দয়া ও মায়াজড়িত অশ্রু। যে ব্যক্তি দয়া করে না তার উপরও দয়া করা হয় না। আমি তো লোকদের বিলাপ করে কাঁদতে বারণ করেছি এবং ঐ বিষয় থেকে বারণ করেছি, যা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়ের মধ্যে পড়ে না। যেটা স্মরণ করে সে কান্না করে।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি কেয়ামতের দিন সকলকে একত্র করার প্রতিজ্ঞা না করা হতো, তা হলে আমি ছেলের মৃত্যুতে খুব বেশি কাঁদতাম এবং ব্যথিত হতাম। নিঃসন্দেহে ছেলের মৃত্যুতে

---

১. আল-কান্য, ৩/১১৭।

ব্যথিত হয়েছি। চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়েছে। অন্তর খুব পেরেশান হয়েছে। তবে আমি তা বলি না, যদ্দরুন আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আনাস রা. বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহেবজাদা ইবরাহিমকে দেখেছি। তার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেই চলে গিয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষুদ্বয় তখন অশ্রুতে ভরে গিয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় বললেন, চোখ অশ্রুসিক্ত, হৃদয় ব্যথিত, তবে আমি তা-ই বলব, যা দ্বারা আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন।[১]

নাতির মৃত্যুতে নবীজির কান্না

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. বর্ণনা করেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যা এক ব্যক্তিকে রাসূলের নিকট এ বলে পাঠালেন, তার এক সন্তান মুমূর্ষু অবস্থায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম দূতকে বললেন, তাকে গিয়ে বলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফায়সালা নির্ধারিত, তা যেন গ্রহণ করে। আর যা তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত নয়, তা যেন বর্জন করে। প্রতিটি বিষয় তার নিকট সুনির্ধারিত। সুতরাং তাকে এও বলো যে, ধৈর্যধারণ করো। সাওয়াবের আশা রাখো।

বার্তাবাহক রাসূলের কন্যার নিকট যাবার পর নবী-তনয়া পুনরায় তাকে পাঠালেন। দূত এসে বললেন, আপনার কন্যা আপনাকে কসম দিয়ে বলেছেন, অবশ্যই আপনি যেন তাশরীফ আনেন।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। রাসূলের সাথে হযরত সাআদ ইবনে উবাদা রা., হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা., হযরত উবাই ইবনে কাব রা., হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা.-সহ আরও কয়েকজন সাহাবী তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

উসামা রা. বলেন, আমিও তাদের সাথে ছিলাম। যখন বাচ্চাটিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসা হলো, তখন তার প্রাণ খুবই আশঙ্কাজনক অবস্থায় ছিল। এটা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১. ইবনে সাআদ, ১/৯০।

ওয়াসাল্লামের চোখ থেকে দরদর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। হযরত সাআদ রা. তাকে কাঁদতে দেখে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কাঁদছেন?

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এটা হচ্ছে দয়া, যা আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের হৃদয় মাঝে সৃষ্টি করেছেন। আর মূল কথা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তার আনুগত্যশীল বান্দাদের মাঝেই দয়ামায়া সৃষ্টি করে থাকেন।[১]

ওয়াজ-নসীহত করা অবস্থায় নবীজি কেঁদেছিলেন

এক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. একদিন খুতবায় বলছিলেন, আল্লাহর প্রতি লজ্জা রাখো। আল্লাহর কসম, যখন থেকে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বায়আত হয়েছি, তখন থেকে আমি রবের প্রতি লজ্জার কারণে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেওয়ার মুহূর্তেও খালি মাথায় কাপড় খুলিনি।

আরেক বর্ণনায় এসেছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. মিম্বরের দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন এবং বলছিলেন, প্রথম বছর যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন, তখন কেঁদে কেঁদে বললেন, আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। সুস্থতা কামনা করো। তা এজন্য যে, কোনো ব্যক্তিকে ঈমান আনয়নের পর সুস্থতার চেয়ে উত্তম আর কিছু দেওয়া হয়নি। সত্য বলতে বদ্ধ পরিকর থাকো। এজন্য যে, সত্য মঙ্গলের প্রত্যাশী। এদুটি বিষয় জান্নাতে নিয়ে যাবার কারণ হবে। মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো। কেননা মিথ্যা ধ্বংস ডেকে আনে। হিংসা-বিদ্বেষ কোরো না। এ দুটি বিষয় জাহান্নামে নিয়ে যাবার কারণ হবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন কোরো না। তোমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা। একে অপরের ভাই।[২]

সূর্যগ্রহণের মুহূর্তে নবীজির কান্না

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় একবার সূর্যগ্রহণ হলো। সাহাবায়ে কেরাম খুবই চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, এক্ষেত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী আমল করেন! সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলেন।

---

১. হায়াতুস সাহাবা, ২/৬৯০।

২. হায়াতুস সাহাবা, ৩/৪৮২।

প্রত্যেকেই যার যার কাজ ছেড়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি খেয়াল করতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে নিয়ে সূর্যগ্রহণের দু-রাকাত নামায পড়লেন, যা এত দীর্ঘ ছিল যে, লোকেরা চরম ক্লান্তিভাবের কারণে চেতনা হারিয়ে পড়ে গেল। নামাযে রাসূল খুব কাঁদছিলেন। নামায শেষে বলতে লাগলেন, হে প্রতিপালক, আপনি কি আমার সাথে এ প্রতিশ্রুতি রাখবেন না যে, আমার উপস্থিতিতে এ-সকল লোকদের শাস্তি দ্বারাও পাকড়াও করবেন না? হে মালিক, এ-সকল লোক আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছে। এমতাবস্থায় তাদের শাস্তি দ্বারা গ্রাস করবেন না। আমি পরকালের যে অবস্থা অবলোকন করেছি, তা যদি তোমাদের কারও জানা থাকত, তা হলে তোমরা কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে। কখনও যদি এমন অবস্থার সম্মুখীন হও, তখন নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং সদকা করো।[১]

জাহান্নামের ভয়ে নবীজির কান্না

উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা রা. বর্ণনা করেন, এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে তাশরীফ আনেন। রাসূলের মাথা মোবারক আমার হাতের উপর ছিল। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ি হাত দিয়ে আলতো করে খলল করে দিচ্ছিলাম। আমার ভাই আবদুল্লাহ তখন কুরআন শরীফ তিলাওয়াতে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি যখন আবদুল্লাহর তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেলেন, তখন শোয়া থেকে উঠে বসলেন। আমি আমার মাথাটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে রেখে শুয়ে গেলাম। যখন সে নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা তিলাওয়াত করল :

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

নিশ্চয় তারা কেয়ামতের দিন তাদের প্রতিপালকের দীদার থেকে মাহরুম হবে।[২]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কাঁদলেন। আমার মুখের উপর রাসূলের অশ্রুবিন্দু পড়ল। আমি শোয়া থেকে উঠে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১. ফাযায়েলে আমল, পৃষ্ঠা : ২৯।

২. সূরা মুতাফ্ফিফীন, আয়াত : ১৫।

ওয়াসাল্লামের মাথা মোবারক ধরলাম। পরক্ষণেই জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি জান্নাতের জন্য কাঁদছেন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। আমি জাহান্নামের ভয়ে কাঁদছি। তবে হ্যাঁ :

اَنَامُشْتَاقٌ وَبِىْ اِشْتِيَاقٌ اَنَامُشْتَاقٌ وَبِىْ اِشْتِيَاقٌ

আমি জান্নাতের প্রত্যাশী। জান্নাতে যাওয়ারই আমার প্রবল আগ্রহ।

একথাটি তিনি বারবার বলতে লাগলেন। এমনকি তার চোখের অশ্রু মাটিতে পড়তে লাগল।

হাদীসে আছে, দুনিয়াতে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনরত ব্যক্তি কেয়ামতের দিন হাসতে হাসতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, ওলী কোন্ ব্যক্তি?

তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর ভয়ে রাত্রিজাগরণের কারণে যার চেহারা ফ্যাকাশে বর্ণের হয়ে গেছে এবং কান্নার কারণে চক্ষু দুর্বল হয়ে পড়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, নিভৃতে আল্লাহকে স্মরণকারী ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় বসবাস করবে। হযরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম এত কেঁদেছিলেন যে, দাড়ি মোবারকের নিচে থাকা গালের চামড়া পর্যন্ত চোখের পানির কারণে ভিজে উঠেছিল।[১]

কবরের আযাবের কারণে প্রিয় নবীর কান্না

হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরের প্রতি লক্ষ করে লাব্বাইক বলে দ্রুতগতিতে কবরের নিকট পৌঁছলেন। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে সিজদায় পড়ে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। সিজদাবনত অবস্থায় প্রায় এক প্রহর এমনভাবেই অতিবাহিত হয়ে গেল। অনন্তর সিজদা থেকে মাথা তুলে সন্তুষ্টচিত্তে কবরটি জড়িয়ে ধরলেন। কিছুক্ষণ পর মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। আলী রা. বলেন, আমি এরূপ করার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

---

১. জালীসুন নাসেহীন, পৃষ্ঠা : ৭৬।

কবরে থাকা ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হচ্ছিল। সে আমার নিকট সাহায্য তলব করল এই বলে যে, আমার চতুর্দিক দিয়ে আগুন। আমি আল্লাহর নিকট এ আযাবের কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি দুনিয়াতে অশ্লীল কথাবার্তা বলে বেড়াত। অতঃপর আমি আল্লাহর নিকট দুআ করলাম। আল্লাহ তাআলা তখন তাকে মাফ করে দিলেন।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আপনি আল্লাহর নিকট দুআ করুন, তিনি যেন আপনার উম্মতের জন্য কবরের আযাবকে আসান করে দেন। তৎক্ষণাৎ হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম উপস্থিত হয়ে বলতে লাগলেন, আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি জুমুআর রাতে দু-রাকাত নামায এমনভাবে আদায় করবে যে, এর প্রতিটি রাকাতে সূরা ফাতেহার পর আয়াতুল কুরসী এবং তিনবার اِذَا زُلْزِلَتْ الْاَرْضُ সূরাটি পড়বে আল্লাহ তাআলা তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করবেন।[১]

হযরত খাদীজা রা. কাফন চাওয়ায় প্রিয় নবীর কান্না

মাশারিকুল আনওয়ার কিতাবে আছে, কবরের আযাব কয়েক ধরনের হতে পারে। তার মধ্যে থেকে একটি হলো মৃত ব্যক্তির মুখ কিবলার দিক থেকে ঘুরিয়ে রাখা হবে। একবার আম্মাজান হযরত খাদীজা রা. ফাতেমা রা.-এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার মৃত্যুর পর কি তিনি আমার কাফন তার বরকতময় পাগড়ি অথবা চাদর দ্বারা দেবেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে খুব কাঁদলেন। অতঃপর তার নিকটে এসে বলতে লাগলেন,

لَوْ اَرَدْتِ جِلْدِىْ لَاَعْطِيَنَّكَ

যদি এক্ষেত্রে আমার দেহের চামড়াও কামনা করো তা হলে অবশ্যই আমি তোমাকে দেব। তবে এর দ্বারা তুমি কী উপকার মনে করছ।

তিনি বললেন, যাতে এর বরকতে কবরের আযাব যেন না হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই আমি তোমাকে দেব। আর কোনো ওসীয়ত থাকলে করো।

---

১. জালীসুন নাসিহীন, পৃষ্ঠা : ১৯২।

হযরত খাদীজা রা. তখন বললেন, আমাকে কবরে রাখার পর আপনি আমার কবরের ভেতরকার অবস্থা অনুগ্রহ করে পর্যবেক্ষণ করবেন। এমন যেন না হয়, আমার মুখ কিবলার দিক থেকে ফিরিয়ে রাখা হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে খুব কাঁদলেন।

খাদীজা রা.-এর ইনতেকালের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কবরে নামলেন। দেখতে পেলেন তিনি সোজা হয়ে আছেন। তিনি খুব পেরেশান হয়ে গেলেন। আসমান থেকে বার্তা এলো, হে আমার হাবীব, আমি চাচ্ছি না আপনার স্ত্রীর চেহারা ধূলিধূসরিত হোক। তাকে এভাবেই থাকতে দিন। যাতে তিনি প্রশান্তির সাথে সোজা হয়ে শুয়ে থাকেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারপরনাই খুশি হলেন।[১]

হযরত জাফর রা.-এর শাহাদাতে নবীজির কান্না

আসমা বিনতে উমাইস রা. বর্ণনা করেন, যখন জাফর রা. এবং তার সাথী শহীদ হয়ে গেলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এলেন। আমি সে-সময় আটার খামির তৈরি করছিলাম। বাচ্চাদের গোসল গিয়ে কপালে তিলক লাগালাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার নিকট জাফরের বাচ্চাদের নিয়ে এসো।

আমি বাচ্চাদের নিয়ে এলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব আদর করে তাদের গালের সাথে গাল লাগালেন। হঠাৎ রাসূলের চোখ দিয়ে অবিরাম অশ্রু ঝরতে লাগল। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কতাওবান হোক, জাফরের ব্যাপারে কি কোনো খবর আছে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, হ্যাঁ। আজ সে শহীদ হয়ে গেছে।[২]

উম্মতের রিয়ার কারণে প্রিয় নবীর কান্না

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাঁদতে দেখলাম। অতঃপর কান্নার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস

---

১. জালীসুন নাসেহীন, পৃষ্ঠা : ১৯২।

২. উসদুল গাবাহ, ১/২৮৯।

করলাম। তিনি বললেন, আমি আমার উম্মতের ক্ষেত্রে মূর্তিপূজার ব্যাপারে অত ভয় করি না, যতটা ভয় করি এই বিষয়ে যে, তারা আমলের ক্ষেত্রে রিয়া তথা লোকদেখানো মনোভাব প্রদর্শন করবে।[১]

কবরবাসীর আযাবের কারণে রাসূলের কান্না

হযরত সাওবান রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে থেমে গেলেন এবং খুব বেশি কাঁদলেন। অতঃপর আল্লাহর নিকট দুআ চাইলেন। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কেন কাঁদছেন?

তিনি বললেন, হে সাওবান, এ-সকল কবরবাসীর আযাব হচ্ছিল। আমার দুআর বদৌলতে আল্লাহ তাআলা তাদের কবরের আযাব হালকা করে দিয়েছেন।

তিনি আরও বললেন, হে সাওবান, যদি এ-সকল লোক রজব মাসে এক দিন রোযা রাখত এবং এক রাত ইবাদত-বন্দেগী করত, তা হলে তাদের আযাব হতো না।

হযরত সাওবান রা. আরজ করলেন, হুজুর, কেবল রজবের এক দিন রোযা রাখা এবং এক রাত ইবাদত-বন্দেগী করার দ্বারা কবরের আযাব দূর হয়ে যাবে!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, হ্যাঁ। কসম ঐ পবিত্র সত্তার, যিনি আমাকে সত্য নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন! পুরুষ হোক কিংবা নারী, রজব মাসের এক দিন রোযা রাখা এবং এক রাত ইবাদত করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তার আমলনামায় এক বছরের সওয়াব লিখে দেবেন।[২]

নারীদের শাস্তির দৃশ্য দেখে নবীজির কান্না

হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন, আমি এবং ফাতেমা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম। দেখতে পেলাম, তিনি কাঁদছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেন কাঁদছেন?

---

১. দুররাতুন নাসিহীন, ১/২৯৪।
২. দুররাতুন নাসেহীন, ১/১১২।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, মিরাজের রাতে নারীদের কঠিন শাস্তির মধ্যে নিপতিত দেখতে পেয়েছি। এখন সে দৃশ্য মনে পড়ে গেছে বিধায় কাঁদছি।

হযরত আলী রা. বললেন, হযরত, আপনি কী দেখতে পেয়েছেন?

নবীজি উত্তর দিলেন :

১. আমি এমন কতিপয় নারীকে দেখতে পেয়েছি, যাদের চুল দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। যদ্দরুন তাদের মগজ ফুটন্ত পানির ন্যায় টগবগ করছে।

২. আরেক শ্রেণির নারীকে দেখেছি, যাদের জিহ্বা দ্বারা লটকে রাখা হয়েছে। যদ্দরুন তাদের হাত পেছনে ঝুলে আছে।

৩. আরেক শ্রেণির নারীকে দেখতে পেয়েছি, যাদের স্তন দ্বারা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের হাতগুলো পেছন দিক দিয়ে বাঁধা অবস্থায় আছে। কণ্ঠ-নালীতে অতিশয় তিক্ত ও কাঁটাযুক্ত ফল যাক্কুম প্রবেশ করানো হয়েছে।

৪. এক নারীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেলাম। তার হাত-পাগুলো কপালের নিকটবর্তী স্থানে বেঁধে রাখা হয়েছে। তার উপর বিচ্ছু ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

৫. এক নারীকে দেখতে পেলাম, যার দেহ সাপ-বিচ্ছু দংশন করছে এবং তার নিচ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

৬. এক নারীকে দেখতে পেলাম, যার দেহ আগুনের কেঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছে।

৭. অতিশয় কালো চেহারার এক নারীকে দেখতে পেলাম, যার নাড়িভুঁড়ি খাওয়া হচ্ছে।

৮. মূক, অন্ধ ও বধির এক নারীকে দেখতে পেলাম, যাকে আগুনের বাক্সে বন্ধি করে রাখা হয়েছে। যদ্দরুন তার মগজ ফুটন্ত পানির ন্যায় টগবগ করছে। তার শরীরের দুর্গন্ধ শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগীর শরীরের দুর্গন্ধের চেয়েও মারাত্মক।

৯. এক নারীর চেহারা শূকরের আকৃতির এবং শরীর গাধার আকৃতির দেখতে পেলাম। তাকে অনেক ধরনের আযাব দ্বারা গ্রাস করা হচ্ছে।

১০. এক নারীর আকৃতি কুকুরের মতো দেখতে পেলাম। সাপ-বিচ্ছু তার লজ্জাস্থান এবং মুখ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করছে এবং পশ্চাৎ দেশ দিয়ে বের হচ্ছে। এক ফেরেশতা হাতুড়ি দিয়ে তাকে সজোরে আঘাত করছে।

রাসূলের মুখ দিয়ে এ ধরনের কথা শুনে ফাতেমা রা. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আমার পিতা, হে আমার চোখের শীতলতা! কী আমল করার কারণে এসব নারীর এমন করুণ পরিণতি হলো?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, হে ফাতেমা, প্রথম শ্রেণির নারী পরপুরুষের সামনে নিজেদের চুল লুকিয়ে রাখত না। দ্বিতীয় শ্রেণির নারী নিজ যবানের মাধ্যমে স্বামীকে কষ্ট দিত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে মহিলা যবানের সাহায্যে নিজ স্বামীর সাথে অন্যায়মূলক কথা বলবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার যবান ৭০ হাত লম্বা করে দেবেন। তার হাত তার গর্দানের পেছনে বেঁধে রাখা হবে।

তৃতীয় শ্রেণির নারী স্বামীর অনুমতি ছাড়াই অন্য শিশুকে দুধ পান করাত। চতুর্থ শ্রেণির নারী স্বামীর অনুমতি ছাড়াই ঘর থেকে বের হতো। হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র হবার জন্য গোসল করার ক্ষেত্রে অতটা তোয়াক্কা করত না। পঞ্চম শ্রেণির নারী পরপুরুষকে দেখানোর জন্য সেজেগুজে নিজেকে প্রকাশ করত এবং লোকদের গিবত করত। ষষ্ঠ শ্রেণির নারী নিজের শোভা-সৌন্দর্য এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বের করে প্রকাশ্যে ঘোরা-ফেরা করত। সপ্তম শ্রেণির নারী ওযু, নামায এবং পবিত্র থাকার সক্ষমতা সত্ত্বেও তা যথাযথভাবে আদায় করত না। অষ্টম শ্রেণির নারী মিথ্যা এবং অপরের দোষ চর্চা করে বেড়াত। নবম এবং দশম শ্রেণির নারী নিজ স্বামীর সাথে হিংসা ও বিদ্বেষ-ভাব রাখত।[১]

মুআয ইবনে জাবাল রা.-এর প্রশ্নে নবীজির কান্না

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রা. বর্ণনা করেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলাম, يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَأْتُوْنَ أَفْوَاجًا 'যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, সেদিন মানুষ দলে দলে কবর থেকে উত্থিত হবে।'[২] —এ আয়াতে কারীমার মর্মার্থ কী?

এ প্রশ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত কাঁদলেন যে, অশ্রু দ্বারা

---

১. দুর্‌রাতুন নাসেহীন, ১/১২২।

২. সূরা নাবা, আয়াত : ১৮।

তার জামা পর্যন্ত ভিজে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, হে মুআয, তুমি অনেক বড় একটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। শোনো, আমার উম্মত হাশরের ময়দানে কয়েকটি দলে বিভক্ত হবে :

১. একটি জামাত কবর থেকে উত্থিত হবে এমতাবস্থায় যে, তাদের পা থাকবে না। এরা হচ্ছে ঐ শ্রেণির লোক, যারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিত।

২. দ্বিতীয় এক শ্রেণি কবর থেকে উত্থিত হবে এমতাবস্থায় যে, তাদের আকৃতি শূকরের মতো হবে। এরা হচ্ছে ঐ শ্রেণির লোক, যারা নামাযের ব্যাপারে চরম অলসতা প্রদর্শন করত।

৩. তৃতীয় এমন এক শ্রেণি কবর থেকে উত্থিত হবে, তাদের পেট পাহাড়ের মতো বড় হবে, আর তাতে সাপ-বিচ্ছুর হিড়িক পড়বে। এরা হচ্ছে ঐ ধরনের লোক, যারা যাকাত আদায় করত না।

৪. চতুর্থ এমন এক শ্রেণি কবর থেকে উত্থিত হবে, যাদের মুখ থেকে রক্ত বের হতে থাকবে। এরা এমন শ্রেণি, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার দুনিয়ার সামান্য মালের বিনিময়ে বিক্রি করে দিত।

৫. পঞ্চম এমন একটি শ্রেণি কবর থেকে উত্থিত হবে, যাদের দেহের বিভিন্ন অংশ ফোলা থাকবে। এ-সকল লোকের শরীর থেকে ভীষণ উৎকট দুর্গন্ধ বের হবে। এরা হচ্ছে ঐ শ্রেণির লোক, যারা মানুষের ভয়ে অন্যায় কাজ অন্তরালে করত। আল্লাহর ভয় তাদের মধ্যে ছিল না।

৬. ষষ্ঠ এমন একটি দল কবর থেকে উত্থিত হবে, যাদের মাথা থাকবে কর্তিত। এরা হলো তারা, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিত।

৭. সপ্তম এমন এক শ্রেণি কবর থেকে উত্থিত হবে, যাদের মুখে বাকশক্তি থাকবে না। কিন্তু মুখ রক্ত ও পুঁজ দ্বারা ভরপুর থাকবে। এরা হচ্ছে ঐ শ্রেণির লোক যারা জেনে বুঝেও সাক্ষ্য দিত না।

৮. অষ্টম এমন এক দল কবর থেকে উত্থিত হবে, যারা ঊর্ধ্বমুখী অবস্থায় থাকবে। এরা ঐ শ্রেণির লোক, যারা যিনা করত এবং তাওবা ছাড়া মারা গিয়েছিল।

৯. নবম এমন এক দল কবর থেকে বের হবে, যাদের চেহারা হবে কৃষ্ণ বর্ণের এবং চোখ হবে নীল বর্ণের। তাদের পেটভর্তি থাকবে অগ্নিশিখা।

এরা হচ্ছে ঐ শ্রেণির লোক, যারা এতিমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করত।

১০. দশম এক শ্রেণি করব থেকে বের হবে, যারা শ্বেত ও কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত থাকবে। এরা ঐ শ্রেণির লোক, যারা পিতামাতার সাথে অসন্তুষ্টিমূলক আচরণ করত, অবাধ্যতা করে তাদের কষ্ট দিতো।

১১. একাদশ এমন এক দল কবর থেকে বের হবে, যারা ঊর্ধ্বমুখী অবস্থায় থাকবে। তাদের দাঁত হবে ষাঁড় গরুর শিঙের ন্যায়। তাদের ঠোঁট বুকের সাথে এবং যবান রানের সাথে লাগানো থাকবে। কবর থেকে উঠার সময় তাদের পেট থেকে পায়খানা বের হতে থাকবে। এরা হচ্ছে মদ্যপায়ী ব্যক্তি।

১২. দ্বাদশ এমন এক দল কবর থেকে বের হবে, যাদের চেহারা চতুর্দশী পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। তারা পুলসিরাত বিদ্যুৎগতিতে পার হয়ে যাবে। এরা হবে ঐ শ্রেণির সফল লোক, যারা নামাযের প্রতি খুব যত্নশীল ছিল, নেক কাজ করত, গুনাহ থেকে বিরত থাকত। তাওবার মাধ্যমে তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তাদের প্রতিদান হবে জান্নাত। তাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও মাগফিরাত এবং সন্তুষ্টির ফায়সালা হবে।[১]

এক আনসারী নারীর সন্তানের মৃত্যুতে নবীজির কান্না

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গোত্রে তাশরীফ নিলেন। আমিও রাসূলের সাথে ছিলাম। এক আনসারী নারী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সংবাদ পাঠালেন, আমার ছেলের মৃত্যু খুবই সন্নিকটে। তিনি যেন আমাদের এখানে তাশরীফ আনেন।

রাসূল তার সাথীদের নিয়ে সেই নারীর ঘরে তাশরীফ নিলেন। অতঃপর সেই শিশুকে রাসূলের কোলে রাখা হলো। কিছুক্ষণ যেতে না-যেতেই শিশুটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। অবস্থাদৃষ্টে রাসূলের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, আল্লাহ নিজ বান্দা থেকে আমানত উঠিয়ে নিয়েছেন। আর তার জন্য এটাই নির্ধারিত ছিল।

---

১. দুররাতুন নাসেহীন, ২/৫০।

প্রতিটি বিষয় আল্লাহর নিকট লিপিবদ্ধ রয়েছে। এজন্য ধৈর্য ধারণ করো। সাথে সাথে সওয়াব অর্জন করো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বললেন, মানুষ জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। আর তা নামাযের মাধ্যমে নয়, রোযার মাধ্যমে নয়, হজের মাধ্যমে নয়, অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী আদায়ের মাধ্যমে নয়।

অনন্তর রাসূলকে জিজ্ঞেস করা হলো, তা হলে কীসের মাধ্যমে এত উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে?

তিনি বললেন, যখন কোনো মসিবত আসে, তার উপর ধৈর্যধারণের মাধ্যমে এ মর্যাদা লাভ করা যাবে।[১]

হযরত দিহ্ইয়ায়ে কালবী রা.-এর ঘটনায় নবীজির কান্না

হযরত আবু বকর রা. বর্ণনা করেন, দিহ্ইয়ায়ে কালবী রা. একজন সম্ভ্রান্ত আরব-সর্দার ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রবল ইচ্ছা ছিল, তিনি যেন ইসলাম ধর্মে দিক্ষিত হন। কেননা তার অধীনে প্রায় একশটি গোত্র ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য এই বলে দুআ করতেন, হে আল্লাহ, দিহ্ইয়ায়ে কালবীকে ইসলামের জন্য কবুল করে নিন।

যখন দিহ্ইয়ায়ে কালবী ইসলাম ধর্ম কবুল করার ইচ্ছা করলেন, আল্লাহ তাআলা রাসূলের নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি তার হৃদয়ের অভ্যন্তর ইসলামের আলোয় আলোকিত করে দিয়েছি। সে আপনার নিকটই আসছে।

দিহ্ইয়া যখন মসজিদে দাখিল হলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম নিজের কোমর থেকে চাদর খুলে বিছিয়ে দিলেন এবং দিহ্ইয়াকে ইশারা করলেন, তিনি যেন এতে বসেন।

দিহ্ইয়া দেখতে পেলেন, তার প্রতি অগাধ সম্মান ও তাজীম প্রদর্শন করা হচ্ছে। খুশিতে তিনি কেঁদে ফেললেন। চাদর মোবারক উঠিয়ে চুমু খেলেন, নিজের চোখের সাথে লাগালেন। অতঃপর আরজ করলেন, হযরত, ইসলামের শর্তগুলো বর্ণনা করুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এর সাক্ষ্য দেওয়া ইসলামের শর্ত।

---

১. জালীছুন নাসেহীন, পৃষ্ঠা : ১১৭।

দিহ্ইয়া কালবী আবার কাঁদলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, হে দিহ্ইয়া, তোমার এই কান্না ইসলাম গ্রহণের কারণে না অন্য কোনো কারণে?

দিহইয়া রা. জবাব দিলেন, আমি অনেক বড় বড় গুনাহ করে ফেলেছি। এর কি কোনো ক্ষমা আছে? যদি আল্লাহ বলেন, তা হলে আমি সমস্ত মাল তার রাস্তায় দান করে দেব।

আল্লাহর রাসূল বললেন, কী গুনাহ?

দিহ্ইয়া রা. উত্তর করলেন, আমি নিজ গোত্রের সর্দার ছিলাম। আমার নিকট এটা পছন্দনীয় ছিল না যে, লোকেরা বলবে, অমুকের ছেলে দিহ্ইয়ার মেয়ের স্বামী। তাই আমি গোত্রীয় আভিজাত্যের অহংকারে নিজে ৭০ জন ছেলে সন্তানকে হত্যা করেছি।

একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারপরনাই অস্থির হয়ে পড়লেন। তৎক্ষণাত হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর নবী, আল্লাহ তাআলা আপনাকে বলেছেন, আপনি যেন আমার পক্ষ থেকে দিহ্ইয়াকে বলে দেন, যখন আমি ইসলামগ্রহণের কারণে তোমার ৬০ বছরের কুফরের গুনাহ মাফ করে দিতে পারি, তা হলে ৭০ জন ছেলেকে হত্যা করার গুনাহকে কেন মাফ করতে পারব না।

রাসূলের মুখ থেকে একথা শোনামাত্র রাসূলসহ তার সাথীরা সকলে কাঁদতে লাগলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, হে রব, আপনি দিহ্ইয়াকে একবার কালিমা পড়ার দরুন মাফ করে দিয়েছেন, কুফরের মতো বড় গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তা হলে আপনি অবশিষ্ট মুমিনদের কি মাফ করবেন না? তারা তো গোটা জীবন আপনার এই পবিত্র কালিমা পড়ছে।[১]

সিজদায় পড়ে প্রিয় নবীর কান্না

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম বরাতের রাতে আমার নিকট

১. দুররাতুন নাসেহীন, ২/১৪।

তাশরীফ আনলেন। অতঃপর বললেন, হে মুহাম্মদ, এটি এমন এক রাত, যে রাতে আসমান এবং রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। সুতরাং আপনি উঠুন, নামায পড়ুন এবং আপনার হাত ও মাথা মোবারক আসমানের দিকে তুলে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি তখন জিবরাইল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলাম, এটি কেমন রাত?

তিনি উত্তর করলেন, এ রাতে রহমতের তিনশ দরজা খুলে দেওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা সকলকে মাফ করে দেন। তবে :

১. শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি,

২. জাদুগর,

৩. জ্যোতিষী,

৪. বিদ্বেষ পোষণকারী,

৫. সর্বদা মদ্যপানে অভ্যস্থ ব্যক্তি,

৬. বারবার ব্যভিচারকারী,

৭. সুদখোর,

৮. পিতামাতার অবাধ্যচারী,

৯. চোগলখোর,

১০. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী,

—এ-সকল লোককে আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তারা পরিপক্বভাবে তাওবা করবে এবং গুনাহ ছেড়ে দেবে।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘর থেকে বের হলেন। নামায পড়লেন। সিজদার মধ্যে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন, হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি আপনার শাস্তি এবং অসন্তুষ্টি থেকে। আপনার প্রশংসা ও স্তুতিগাথা বর্ণনার যোগ্যতা রাখি না। আপনি নিজেই আপনার প্রশংসার যোগ্য। আপনার জন্যই সকল প্রশংসা। আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান।[১]

---

১. দুররাতুন নাসেহীন, ২/২০৭।

কবরে নবীজির কান্না

কতক বর্ণনায় এসেছে, যখন বান্দা আল্লাহর ভয়ে কান্না করে, চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত করে, আল্লাহ তাআলা তখন সে চোখের পানি দ্বারা একটি গাছ সৃষ্টি করেন, যাকে সৌভাগ্যের বৃক্ষ বলা হয়। যখন সে বৃক্ষের উপর দিয়ে আল্লাহর ভয়ের বাতাস বইতে থাকে, তখন তা থেকে 'হায় মুহাম্মদ' —আওয়াজ বের হতে থাকে। উক্ত আওয়াজ আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় কবরে তাকে শুনিয়ে দেন। এই আওয়াজ শোনামাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতের জন্য অঝোরে কাঁদতে থাকেন এবং অশ্রু প্রবাহিত করতে থাকেন। আল্লাহ তাআলা এ চোখের বরকতময় অশ্রুর দ্বারা আরেকটি গাছ সৃষ্টি করেন, যাকে শাফাআতের বৃক্ষ বলা হয়। যখন এ বৃক্ষের উপর দিয়ে নবুওয়াত ও রিসালাতের হাওয়া বইতে থাকে, তখন তা থেকে 'হায় আমার উম্মত'— আওয়াজ বের হতে থাকে। আল্লাহ তাআলা সেই আওয়াজ গোটা আসমানে ছড়িয়ে দেন। আসমানে থাকা সকল ফেরেশতা সেই আওয়াজ শোনামাত্রই সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং কান্না করতে থাকে। আর বলতে থাকে, হায় উম্মতে মুহাম্মদী! আল্লাহ তাআলা তাদের কান্না শুনে বলেন, হে ফেরেশতারা, তোমরা কেন কাঁদছ?

ফেরেশতারা বলেন, হে আমাদের প্রতিপালক, আপনি আমাদের ক্রন্দন সম্পর্কে অবগত আছেন। আমাদের এ কান্না একমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য।

আল্লাহ তাআলা বলেন, হে ফেরেশতারা, সাক্ষী থাকো, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিলাম, যে আমার ভয়ে কাঁদে।[১]

হাশরের ময়দানে উম্মতের জন্য রাসূলের কান্না

কতক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুজকে লক্ষ্য করে বলবেন, আমার আমানত অর্থাৎ কুরআনে কারীম কোথায়?

---

১. দুররাতুন নাসেহীন, ২/২৪৬।

সে তখন বলবে, হে আমার প্রতিপালক, আমি সঠিক নিরাপদ এবং পূর্ণাঙ্গ-রূপে ইসরাফীল আলাইহিস সালামের নিকট ন্যস্ত করেছি।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইসরাফীল আলাইহিস সালামকে বলবেন, আমার আমানত কোথায়?

তিনি জবাব দেবেন, হে আল্লাহ, মিকাইল আলাইহিস সালামের নিকট সোপর্দ করে দিয়েছি।

অনন্তর আল্লাহ তাআলা মিকাইল আলাইহিস সালামকে অনুরূপ জিজ্ঞাসা করবেন। তিনি বলবেন, আমি জিবরাইল আলাইহিস সালামের নিকট সোপর্দ করে দিয়েছি।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বলবেন, অমানত কোথায়?

তিনি জবাব দেবেন, হে আল্লাহ, আমি আপনার বন্ধু রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তা সোপর্দ করেছি।

আল্লাহ তাআলা তখন জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বলবেন, আমার মাহবুবকে চূড়ান্ত মহব্বত ও অত্যন্ত সম্মানের সাথে নিয়ে এসো।

অবিলম্বে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলবেন, হে মুহাম্মদ, আপনি আল্লাহর নিকট তাশরীফ নিন।

আল্লাহ তাআলা তখন বলবেন, হে আমার প্রিয় মাহবুব, জিবরাইল কি আপনার নিকট আমার অমানত সোপর্দ করেছে?

নবীজি উত্তর দেবেন, হ্যাঁ।

আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আমার মাহবুব, এ আমানতের আপনি কী কী করেছেন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলবেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি তা উম্মতের মাঝে পৌঁছে দিয়েছি।

আল্লাহ তাআলা বলবেন, ডাকো মুহাম্মদের উম্মতকে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করব।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলবেন, হে আমার প্রতিপালক,

আমার উম্মত বড়ই দুর্বল! আপনার সামনে তাদের জবাব দেওয়ার ক্ষমতা নেই। আপনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি আদম আলাইহিস সালামের নিকট যেতে চাচ্ছি।

আল্লাহ তাআলা অনুমতি দেবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন হযরত আদম আলাইহিস সালামের নিকট যাবেন এবং বলবেন, হে আদম, আপনি হচ্ছেন আবুল বাশার (এটি আদম আলাইহিস সালামের উপনাম)। আমি আপনার সন্তানদের নবী। যদি উম্মত কষ্ট পায় তা হলে তা আমাদের দুজনের জন্যই চিন্তা ও পেরেশানির কারণ হবে। এজন্য আমার উম্মতের অর্ধেক গুনাহের ভার আপনি বহন করুন, আর অর্ধেক গুনাহের ভার আমি বহন করি। যাতে করে তারা হিসাব দেওয়া থেকে বেঁচে যায়।

আদম আলাইহিস সালাম তখন বলবেন, আপনিই এর সমস্ত দায়ভার গ্রহণ করুন। আমি এর সক্ষমতা রাখি না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো দিকে না তাকিয়ে আল্লাহর আরশে আযীমের নিচে সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন এবং আঝোর ধারায় অশ্রু বর্ষণ করতে থাকবেন। এমনকি এক-পর্যায়ে তার হেঁচকি উঠে যাবে। আল্লাহর নিকট নবীজি আরজ করবেন, হে আমার প্রতিপালক, আমি নিজের জন্য, ফাতেমা, হাসান এদের কারোর জন্য আপনার কাছে প্রার্থনা করছি না; বরং একমাত্র আমার উম্মতের জন্য প্রার্থনা করছি।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা দয়াপরবশ হয়ে বলবেন, হে মুহাম্মদ, আপনি মাথা ওঠান এবং প্রার্থনা করুন, আমি আপনার চাওয়া মাফিক দান করব। আপনি সুপারিশ করুন, আমি আপনার সুপারিশ কবুল করব। আপনার উম্মতকে এত বেশি দেব যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। এমনকি তার চেয়েও বেশি দান করব।

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ, অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। (সূরা দুহা, আয়াত : ৫)[১]

শবে বরাতে নবীজির কান্না

আম্মাজান আয়েশা সিদ্দীকা রা. বর্ণনা করেন, একবার আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে শোয়া ছিলাম। যখন চোখ মেলে তাকালাম,

---

১. দুর্‌রাতুন নাসিহীন, ২/১০৫।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলাম না। আমি অস্থির হয়ে পড়লাম। আমার ধারণা ছিল, তিনি অন্য কোনো স্ত্রীর ঘরে গিয়েছেন। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের ঘরে তালাশের জন্য বের হলাম। কিন্তু সেখানেও পেলাম না। অতঃপর আমি ফাতেমা রা.-এর ঘরে গেলাম। দরজায় করাঘাত করলাম। ওপাশ থেকে আওয়াজ এলো, কে?

আমি বললাম, আয়েশা। এই অসময়ে মূলত রাসূলকে তালাশের জন্য বের হয়েছি।

এটা শুনে হযরত আলী, হাসান ও হুসাইন এবং হযরত ফাতেমা রা. সকলেই বের হয়ে পড়লেন। আমি বললাম, আমরা তাকে কোথায় খুঁজব?

তারা বললেন, মসজিদে। কিন্তু সেখানেও আল্লাহর রাসূলকে পেলাম না। হযরত আলী রা. তখন বললেন, সম্ভবত তিনি জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে গিয়েছেন।.

যখন আমরা কবরস্থানের নিকটবর্তী হলাম, একটি কবরের কাছে আলো দেখতে পেলাম। হযরত আলী রা. বলতে লাগলেন, এ আলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলো।

আমরা যখন একেবারেই নিকটে চলে এলাম, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলাম। তিনি সিজদাবনত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে অঝোরে কাঁদছিলেন। কারও আসার খবরও তার নেই।

অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সিজদাবনত হয়ে বলছেন, হে আল্লাহ, যদি তাদের আযাব দেন, তা হলে তারা তো আপনারই বান্দা। আর যদি তাদের মাফ করে দেন, তা হলে আপনি বড়ই প্রজ্ঞাবান ও মহা পরাক্রমশালী।

ফাতেমা রা. এরূপ অবস্থা অবলোকন করে রাসূলের মাথা মোবারকের নিকট গিয়ে তার চেহারা জমিন থেকে তুললেন এবং আরজ করলেন, হে আমার পিতা, কোনো দুশমন কি আগমন করেছে? নাকি ওহী নাযিল হয়েছে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না দুশমন আগমন করেছে, না ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। তবে এটি অত্যন্ত বরকতময় একটি রাত। এজন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা, যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিনও আমি সিজদা অবস্থায় থাকব; আল্লাহর রহমত

তলব করব; সুপারিশ করব। যদি সকলেই আমার সন্তুষ্টির প্রত্যাশী হও, তবে সিজদা করো এবং দুআর মাধ্যমে আমাকে সহযোগিতা করো।

অতঃপর তিনি সিজদায় পড়ে খুব কাঁদলেন। এই আমল সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।[১]

উম্মতের বিচ্ছেদ-ব্যথায় নবীজির কান্না

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম বনি ইসরাইলের এক ব্যক্তির আলোচনা করছিলেন, যিনি এক হাজার মাস অবধি দুশমনদের সাথে লড়াই করেছেন। এক হাজার মাস রাতভর নামাযে কাটিয়েছেন। আল্লাহর রাস্তায় অনেক বড় বড় কাজ আনজাম দিয়েছেন। তার কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম কাঁদতে লাগলেন এবং আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তাদের তো অনেক সওয়াব হবে!

আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালামকে একটি সূরা দিয়ে অবতীর্ণ করলেন এবং বললেন, আমি তোমাকে এবং তোমার উম্মতকে কদরের রাতে ইবাদত-বন্দেগী করার সুযোগ প্রদান করলাম। কদরের রাতের ইবাদত শামউনের ইবাদতের চেয়েও উত্তম।

এক বর্ণনায় এসেছে, কদরের রাতে দু-রাকাত নামায আল্লাহর রাস্তায় হাজার মাস লড়াই করার চেয়েও উত্তম।

আরেক বর্ণনায় এসেছে, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতপ্রাপ্তির সময় একেবারেই ঘনিয়ে এলো, তখন উম্মতের বিচ্ছেদের কারণে তিনি কাঁদলেন। সাথে সাথে খুবই চিন্তাগ্রস্ত হলেন এবং বললেন, আমি যখন দুনিয়া ছেড়ে চলে যাব, তখন আমার উম্মতের উপর নিরাপত্তা কে পৌঁছাবে?

এ কারণে তিনি পেরেশান হয়ে গেলেন। আল্লাহ তাআলা সূরায়ে কদর নাযিল করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিলেন।

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ

---

১. দুররাতুন নাসিহীন, ২/২২২।

আপনার প্রস্থানের পর ফেরেশতারা নিরাপত্তা পৌঁছাবে। সুতরাং আপনি পেরেশান হবেন না।[১]

কাফেরদের ভর্ৎসনায় রাসূলের চিন্তিত হওয়া

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, আস ইবনে ওয়ায়েল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মসজিদে হারামের দরজার নিকটে পেল এবং রাসূলের সাথে আলাপচারিতায় মত্ত হয়ে পড়ল। অতঃপর সে কাফেরদের মজলিসে এলো। তারা বলল, তুমি কার সাথে কথা বলেছ?

সে তখন বলল, 'আবতারে'র সাথে (অর্থাৎ নির্বংশ বা যার সন্তান নেই)।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র ইবরাহিম রা.-এর মৃত্যুর কারণে কাফেররা রাসূলের নাম দিয়েছিল আবতার। একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারপরনাই ব্যথিত হলেন এবং খুবই চিন্তিত হলেন। আল্লাহ তাআলা তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে প্রশান্ত করার এবং কাফেরদের জবাব দেওয়ার নিমিত্তে সূরা কাউসার নাযিল করলেন এবং বললেন, যদি আপনার পুত্র ইবরাহিম জীবিত থাকত, তা হলে দুটি অবস্থার যেকোনো একটি হতো। হয়তো সে নবী হতো, অথবা হতো না। যদি সে নবী না হতো, তা হলে এটা আপনার জন্য কোন মর্যাদা ও গৌরবের বিষয় ছিল না। আর যদি নবী হতো, তবে তো আপনি 'খাতামুন নাবিয়্যিন' অর্থাৎ শেষ নবী থাকতেন না। আমি আপনার নাম নিজের নামের সাথে যুক্ত করে রেখেছি কালিমার মধ্যে, আযানে, ইকামাতে, নামাযে। তা হলে আপনি তা কীভাবে হলেন? মূলত আপনার দুশমনরাই হচ্ছে আবতার।[২]

সাহাবায়ে কেরামের ক্রন্দনে নবীজির কান্না

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলো :

أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ

---

১. দুররাতুন নাসেহীন, ২/২৭৬।

২. দুররাতুন নাসেহীন, ২/২৮৪।

(এমন ভয়ের বিষয়ে শ্রবণ করেও) তোমরা আল্লাহর কালামের বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করছ এবং হাসছ? আযাবের ভয়ে ক্রন্দন করছ না?[১]

সাহাবায়ে কেরাম তখন এত কেঁদেছিলেন যে, তাদের দাড়ি পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল। দাড়ি থেকে টপটপ করে অশ্রু মাটিতে পড়ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাদের কাঁদতে দেখলেন, তিনিও কেঁদে ফেললেন। অতঃপর বললেন, সে ব্যক্তি কখনও জাহান্নামে যাবে না, যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে। আর গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকা ব্যক্তি জান্নাতে দাখেল হবে না।[২]

কুরআন শুনে নবীজির কান্না

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমাকে কুরআন শোনাও।

আমি বললাম, আমিই কি আপনাকে কুরআন শোনানোর জন্য পড়ব? অথচ আপনার উপর কুরআনে কারীম নাযিল হয়েছে।

তিনি বললেন, আমার নিকট এটি বড়ই পছন্দনীয় যে, আমি অন্যের থেকে কুরআন শুনব।

হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি তিলাওয়াত শুরু করলাম। যখন এই আয়াতে কারীমা পর্যন্ত পৌঁছলাম,

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

আর তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে, যখন আমি ডেকে আনব প্রতিটি উম্মতের মধ্য থেকে অবস্থা বর্ণনাকারী এবং আপনাকে ডাকব তাদের উপর অবস্থা বর্ণনাকারীরূপে।[৩]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়াতে কারীমা শ্রবণের পরপরই বললেন, ব্যস, এতটুকু যথেষ্ট।

---

১. সূরা নাজম, আয়াত : ৫৯-৬০।
২. হায়াতুস সাহাবা, ২/৭২৯।
৩. সূরা নিসা, আয়াত : ৪১।

অতঃপর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা অবলোকন করলাম। দেখতে পেলাম, তার দু-চোখ দিয়ে অবিরাম অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে।[১]

সাবেত ইবনে রাবিআর মৃত্যুতে প্রিয় নবীর কান্না

আবু হাবীব বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সাবেত ইবনে রাবিআ রা.-এর মৃত্যুকালে তার নিকট তাশরীফ নিলেন। সময় একেবারেই ঘনিয়ে এসেছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আওয়াজ দিলেন, তিনি কোনো সাড়া দিলেন না। এ অবস্থা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, যদি সে শুনত, তা হলে অবশ্যই জবাব দিত। মৃত্যুর প্রচণ্ডতায় তার পুরো শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে গেছে।

একথা শুনে নারীরা কাঁদতে লাগল। হযরত উসামা রা. তাদের বারণ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন, কাঁদতে দাও (কেননা এই কান্না কোনো ধরনের চিৎকার এবং আওয়াজ ছাড়াই)।[২]

হযরত খাদীজা রা.-এর স্মরণে নবীজির কান্না

দোজাহানের সর্দার রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় কন্যা ছিলেন হযরত যয়নব রা.। নবুওয়াতপ্রাপ্তির ১০ বছর পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন ৩০ বছর ছিল, তখন তিনি জন্ম লাভ করেন। তারই খালাতো ভাই আবুল আস ইবনে রাবিআর সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হিজরতের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তিনি যাননি। যয়নব রা.-এর স্বামী বদর যুদ্ধে কাফেরদের সাথে শরীক ছিল এবং বন্দিও হয়। মক্কাবাসীরা যখন নিজ নিজ বন্দিদের মুক্তির জন্য পণ পাঠাতে লাগল, হযরত যয়নব রা.-ও নিজ স্বামীর মুক্তির জন্য কিছু জিনিস পাঠালেন। তাতে হযরত খাদীজা রা.-এর ঐ হারটি ছিল, যা তিনি যয়নব রা.-কে বিবাহের সময় হাদিয়াস্বরূপ দিয়েছিলেন। হারটি দেখামাত্রই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হযরত খাদীজার কথা

---

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২/৫২।

২. উসদুল গাবাহ, ১/২২২।

মনে পড়ে গেল। আবেগের তাড়নায় দু-চোখ থেকে তপ্ত অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শক্রমে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, আবুল আসকে মুক্তিপণ ছাড়াই এই শর্তে মুক্তি দেওয়া হবে যে, সে মক্কায় ফিরে হযরত যয়নব রা.-কে মদীনায় পাঠিয়ে দেবে।[১]

হযরত যায়েদ রা.-এর শাহাদাতে নবীজির কান্না

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. বর্ণনা করেন, যখন আমার পিতাকে শহীদ করে দেওয়া হলো, তখন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম। আমাকে দেখে তার দু-চোখে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। দ্বিতীয় দিন আবার যখন রাসূলের নিকট গমন করলাম, তিনি বললেন, আজও আমি তোমাকে দেখে ব্যথিত হয়েছি, যেমন গতকাল হয়েছিলাম।[২]

হযরত যায়েদ রা.-এর ছেলের ক্রন্দনে নবীজির কান্না

হযরত খালেদ ইবনে শুমাইর রা. বর্ণনা করেন, যখন যায়েদ ইবনে হারেসা রা.-কে শহীদ করে দেওয়া হলো, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে তাশরীফ রাখেন। হযরত যায়েদ রা.-এর ছেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখামাত্র হেঁচকি তুলে কান্না করতে লাগলেন। অবস্থাদৃষ্টে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ থেকে দরদর করে অশ্রু ঝরতে লাগল। এমনকি একপর্যায়ে তিনি এত কাঁদলেন যে, কান্নার আওয়াজ শোনা গেল।

হযরত সাআদ ইবনে উবাদা রা. আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এভাবে আওয়াজ তুলে কাঁদছেন কেন?

আল্লাহর রাসূল বললেন, আরে, এ কান্না তো প্রেমাস্পদ থেকে প্রেমিকের বিয়োগ-ব্যথার কান্না।[৩]

---

১. ফাযায়েলে আমাল, পৃষ্ঠা : ১৪৩।

২. হায়াতুস সাহাবা, ৩/২৯২।

৩. হায়াতুস সাহাবা, ৩/২৯২।

হযরত আলী রা.-এর দীর্ঘ সফরের কারণে রাসূলের কান্না

হযরত আবু রাফে রা. বলেন, হিজরতের রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রা.-কে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে আদেশ করলেন, লোকদের আমানত ফিরিয়ে দিয়ে মদীনায় চলে এসো। আর তুমি আমার বিছানায় শুয়ে যাবে। কেননা কাফেররা যখন আমার বিছানায় তোমাকে দেখবে, তখন তারা আমাকে খুঁজে পাবে না।

মুশরিকরা বিছানায় আলী রা.-কে দেখে ধারণা করতে লাগল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে আছেন। যখন সকাল হলো, রাসূলের বিছানায় তারা আলী রা.-কে দেখতে পেল। তারা ধারণা করতে লাগল, যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে যেতেন, তা হলে আলীও অবশ্যই যেত। এ কারণে রাসূলকে খোঁজ করার ক্ষেত্রে অতটা তাড়াহুড়া করল না।

হযরত আলী রা. যার যার আমানত ফিরিয়ে দিয়ে মদীনায় রওনা করার মনস্থ করলেন। দিনে লুকিয়ে থেকে রাতে রওনা হলেন। একপর্যায়ে মদীনায় পৌঁছে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে আলী রা.-কে ডেকে পাঠালেন। রাসূলকে বলা হলো, দীর্ঘ সফরের দরুন তার চলার মতো শক্তি নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন নিজেই তার কাছে গেলেন। দেখতে পেলেন, দীর্ঘ সফরের কারণে তিনি ভীষণ ক্লান্ত এবং তার পা দুটি ভয়ংকরভাবে ফুলে গেছে, রক্তও বের হচ্ছে। এ অবস্থা দেখে স্নেহের আতিশয্যে মুহূর্তেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখে অশ্রু চলে এলো। তিনি নিজ লালা মোবারক মুখ থেকে বের করে তার দুপায়ে লেপটে দিলেন এবং আরোগ্যের দুআ করলেন। এরপর থেকে শাহাদাতের আগ পর্যন্ত আলী রা.-এর পা কখনও আক্রান্ত হয়নি।[১]

পুনরুত্থানের পর উম্মতের জন্য নবীজির কান্না

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যখন আল্লাহ তাআলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করলেন,

---

১. উসদুল গাবাহ, ৪/১৯।

তখন ইসরাফীল আলাইহিস সালামের শিঙ্গাও সৃষ্টি করলেন। এই শিঙ্গায় মোট ১১টি গোল বৃত্ত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা শিঙ্গাটি ইসরাফীল আলাইহিস সালামের নিকট ন্যস্ত করলেন। তিনি তা মুখে ধরে আরশে আযীমের সাথে কান লাগিয়ে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান আছেন।

হযরত আবু হুরায়রা রা. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, শিঙ্গার পরিচয় কী?

তিনি বললেন, ষাঁড় বা গরুর শিঙের ন্যায় বিরাট এক শিঙ্গা। কসম ঐ পবিত্র সত্তার, যার কবজায় আমার জান! তার একেকটি গোল বৃত্ত সুদীর্ঘ আসমান ও জমিন অবধি চওড়া। পর্যায়ক্রমে তিনটি ধাপে শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে। প্রথম ফুৎকার দেওয়া হবে ভীতি সঞ্চার করার জন্য। দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়া হবে গোটা মাখলুকের চেতনালুপ্তি ও তাদের মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করার জন্য। তৃতীয় ফুৎকার দেওয়া হবে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের জন্য।

আল্লাহ তাআলা ইসরাফীল আলাইহিস সালামকে প্রথম ফুৎকারের জন্য হুকুম করামাত্র তিনি যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেবেন, তখন দুনিয়ার সকল বস্তু চরমভাবে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। মায়েরা নিজের সন্তানের কথা ভুলে যাবে। গর্ভধারিণী ভয়ের প্রচণ্ডতায় গর্ভপাত করে ফেলবে। ছোট ছোট বাচ্চা বুড়ো হয়ে যাবে। অতঃপর দ্বিতীয় দফা শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার দরুন সকলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। কিন্তু আল্লাহর নিকটবর্তী চারজন ফেরেশতা ও আরশ বহনকারী ফেরেশতারা থেকে যাবে। অনন্তর আল্লাহ তাআলার আদেশে আজরাইল আলাইহিস সালাম এ-সকল ফেরেশতার রুহ কবজ করে নেবেন। আল্লাহ তাআলা তখন বলবেন, আমার মাখলুকের মধ্যে আর কেউ কি বাকি আছে?

মালাকুল মওত বলবেন, আমিই কেবল বাকি আছি।

আল্লাহ তাআলা তখন বলবেন, তুমি কি আমার বক্তব্য শোনোনি যে, প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল।

অতঃপর মালাকুল মওত জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে আসবেন নিজের রুহ কবজ করার জন্য। যখন নিজের থেকে রুহ বের করবেন, এমন বিকট চিৎকার দেবেন, যদি কোনো মাখলুক জীবিত থাকত তা হলে এ আওয়াজে মারা পড়ত। নিজের রুহ কবজ করার মূহূর্তে তিনি নিজেই বলবেন, যদি

আমার জানা থাকত মৃত্যুর যন্ত্রণা এত তীব্র, তা হলে মুমিন বান্দাদের রুহ অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে বের করতাম।

শেষ পর্যন্ত মালাকুল মওত মৃত্যুবরণ করবে। ৪০ বছর পর্যন্ত জমিন শূন্য ও বিরান পরে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টি সংযোগ করে সম্বোধন করবেন,

اَيَّتُهَا الدُّنْيَا الدَّنِيَّةُ

হে নিকৃষ্টতম দুনিয়া!

اَيْنَ اَبْنَاكَ وَاَيْنَ الْجَبَابِرَةُ وَاَيْنَ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ رِزْقِيْ وَيَعْبُدُوْنَ غَيْرِيْ

কোথায় তোমার অধিবাসী! ঐ সকল আত্মম্ভরী ও বিদর্পী ব্যক্তিরা কোথায়? কোথায় আজ তারা, যারা আমার দেওয়া রিযিক ভক্ষণ করত, অথচ আমি ছাড়া অন্যের ইবাদত-অর্চনায় নিজেকে মাতিয়ে রাখত।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলবেন, আজ এই রাজত্ব কার?

উত্তর দেবার তখন কেউ থাকবে না।

ফের আল্লাহ তাআলা নিজেই এর উত্তর দেবেন, অসীম ক্ষমতাধর মহা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর জন্য এই রাজত্ব, যার কোনো শরীক নেই।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা এক ধরনের প্রবল বাতাস প্রেরণ করবেন, যা সামুদ সম্প্রদায়ের জন্য পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহর অদৃশ্য ভান্ডার থেকে সুঁচের মাথা বরারব খুলে দেবেন এ বাতাস বের হবার জন্য, যা প্রকান্ড পাহাড় এবং বড় বড় টিলা চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলবে।

আল্লাহর ইরশাদ,

لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا

তুমি তাতে মোড় ও টিলা দেখতে পাবে না।[১]

---

১. সূরা ত্ব-হা, আয়াত : ১০৭।

মৌলিকভাবে উল্লিখিত বক্তব্যই এই আয়াতের মর্মার্থ। অনন্তর আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, যা ধারাবাহিক ৪০ দিন বর্ষিত হবে। অতঃপর সকল মাখলুকের শরীর উত্থিত হবে যেমনি গাছ উদ্গত হয়। এক পর্যায়ে প্রতিটি মাখলুকের শরীর পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। অতঃপর আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের জীবিত করা হবে। অতঃপর জিবরাইল, মিকাইল, ইসরাফীল এবং আজরাইল আলাইহিমুস সালামকে জীবিত করা হবে। আল্লাহ তাআলা রিদওয়ান নামক জান্নাতকে হুকুম দেবেন এ চারজন ফেরেশতাকে যেন বুরাক, মুকুট এবং সম্মানের পোশাক দান করে। এগুলো নিয়ে ফেরেশতারা জমীন ও আসমানের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়াবেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাম তখন জমিনকে বলবেন, হে জমিন, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর কোথায়?

জমিন বলবে, কসম ঐ পবিত্র সত্তার, যিনি আপনাকে প্রেরণ করেছেন! আল্লাহ তাআলা আমার উপর এত প্রচণ্ড আকারে বাতাস চালনা করেছেন, যা আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলেছে। আমার জানা নেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর কোথায়?

অতঃপর নূরের একটি স্তম্ভ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মোবারক থেকে আসমানের দিকে উত্থিত হবে। যার দ্বারা জিবরাইল আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মোবারক খুঁজে পাবেন। অতঃপর জিবরাইল আলাইহিস সালাম কবর মোবারকের দিকে যাবেন এবং কবর ধরে নাড়া দেবেন। যার দরুন কবর ফেটে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর থেকে দাঁড়িয়ে যাবেন। নিজ মাথা থেকে মাটি ঝারবেন এবং ডানে বামে তাকাবেন। তখন তার নজরে কোনো কিছুই পড়বে না। সেরেফ চারজন ফেরেশতাকেই দেখতে পাবেন। তখন তিনি বলবেন, জিবরাইল, এটা কোন দিন?

জিবরাইল আলাইহিস সালাম জবাব দেবেন, এটা হচ্ছে ক্ষতি, লজ্জা, আফসোস ও কেয়ামতের দিন এবং আপনার সুপারিশের দিন।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করবেন, জিবরাইল, আমার উম্মত কোথায়? নাকি আবার তুমি তাদের জাহান্নামের কিনারায় ফেলে রেখে এসে আমাকে খবর দিতে এসেছ?

জিবরাইল আলাইহিস সালাম বলবেন, কসম ঐ পবিত্র সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য নবী করেছেন, এখনও পর্যন্ত কারও কবর খোলেনি।

অনন্তর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথায় মুকুট পরে পোশাক পরিধান করে বোরাকে সওয়ার হয়ে জিজ্ঞেস করবেন, হে জিবরাইল, আমার সাথিরা কোথায়? অর্থাৎ আবু বকর, উমর, উসমান এবং আলী রা.।

তৎক্ষনাৎ আল্লাহর হুকুমে তারাও জীবিত হবেন। তাদের সামনেও মুকুট, পোশাক ও বোরাক পেশ করা হবে। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় লুটিয়ে পড়বেন এবং 'আমার উম্মত, আমার উম্মত' বলে চিৎকার করতে থাকবেন।

আল্লাহ তাআলা হযরত ইসরাফীল আলাইহিস সালামকে শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার জন্য হুকুম করবেন। তিনি আদেশ পাওয়ামাত্র ফুৎকার দেবেন। যদ্দরুন সকল লোকই জীবিত হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ :

ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُونَ

অতঃপর শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। তৎক্ষণাত তারা দণ্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। [সূরা যুমার, আয়াত : ৬৮][১]

এক-তৃতীয়াংশ উম্মতকে ক্ষমা করার পরও প্রিয় নবীর কান্না

হযরত আবু নাসীর ইবনে সাঈদ রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন শাবানের ১৩ তারিখের রাত আসে, তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার নিকট আসেন এবং বলেন, হে মুহাম্মদ, উঠুন, এটি তাহাজ্জুদের সময়, নিজ উম্মতের জন্য চাওয়ার সময়।

সুতরাং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা-ই করলেন। যখন সকাল হলো, হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সুসংবাদ প্রদান করলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ, আল্লাহ তাআলা আপনার উম্মতের এক-তৃতীয়াংশ লোককে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

একথা শোনামাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেঁদে ফেললেন

---

১. দুররাতুন নাসেহীন, ২/৪৭।

এবং বললেন, হে জিবরাইল, তা হলে আমার অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ উম্মতের খবর কী? তারা কোথায় যাবে?

জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, আমাকে এ ব্যাপারে কোনো সংবাদ দেওয়া হয়নি।

অতঃপর যখন দ্বিতীয় রাত হলো, জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাশরীফ এনে বললেন, হে মুহাম্মদ, ঘুম থেকে উঠুন, উম্মতের জন্য চান।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথা অনুযায়ী আমল করলেন। অতঃপর সকাল হলে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, হে মুহাম্মদ, আল্লাহ তাআলা আপনার উম্মতের দুই-তৃতীয়াংশকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও কাঁদলেন এবং বললেন, অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশের খবর কী?

জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, আমাকে এ ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি।

এমনিভাবে যখন বরাতের রাত এসে গেল, জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, হে মুহাম্মদ, আপনার জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ তাআলা আপনার সমস্ত উম্মতকে মাফ করে দিয়েছেন; এ শর্তে যে, আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণগত বিষয়ে যেন শরীক না করে।

অতঃপর জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, হে মুহাম্মদ, আপনি আপনার মাথা মোবারক আসমানের দিকে একটু ওঠান। দেখুন, আপনাকে কী দেখাচ্ছি।

যখন তিনি আসমান অবলোকন করলেন, তখন সমস্ত আসমানের দরজা খোলা ছিল। তিনি দেখলেন, সকল ফেরেশতা প্রথম আসমান থেকে নিয়ে আরশে আযীম পর্যন্ত সিজদাবনত হয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য দুআ করছে। প্রত্যেক আসমানের দরজায় একজন করে ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন। প্রথম আসমানের দরজায় নিয়োজিত ফেরেশতা বলছেন, সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে এই রাতে রুকু করে।

দ্বিতীয় আসমানের দরজায় নিয়োজিত ফেরেশতা বলছেন, সুসংবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে এই রাতে সিজদা করে।

তৃতীয় আসমানে নিয়োজিত ফেরেশতা বলছেন, খোশখবর সে-সকল লোকের জন্য, যারা এ রাতে যিকির করে।

চতুর্থ আসমানের দরজায় নিয়োজিত ফেরেশতা বলছেন, সুসংবাদ সে-সকল ব্যক্তির জন্য, যারা এ রাতে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে।

পঞ্চম আসমানে নিয়োজিত ফেরেশতা বলছেন, সুসংবাদ তাদের জন্য, যারা এ রাতে আল্লাহর ভয়ে কাঁদে।

ষষ্ঠ আসমানে নিয়োজিত ফেরেশতা বলছেন, খোশখবর সেই লোকদের জন্য, যারা এই রাতে কল্যাণকর কাজ করে।

সপ্তম আসমানে নিয়োজিত ফেরেশতা বলছেন, শুভ বার্তা সেসব মানুষের জন্য, যারা এই রাতে আল্লাহর কুরআন তিলাওয়াত করে।

ফেরেশতারা আরও এলান করছেন, কেউ কি চাওয়ার আছে, যাকে আল্লাহ দেবেন? আরও কেউ কি দুআ করার আছে, যার দুআ আল্লাহ কবুল করবেন? কেউ কি তাওবা করার আছে, যার তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন?[১]

এক দুর্ভাগার কথা শুনে রাসূলের ব্যথিত হওয়া

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বাসীর ইবনে রুমান এবং ইবনে আবি বকর থেকে বর্ণিত, উক্কায মেলায় একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনি কিনদাহ গোত্রের তাঁবুর নিকটে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। তারা রাসূলের সাথে এতই সদাচরণ করল যে, আরবের কোনো গোত্র সাধারণত এমনটি করত না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সহমর্মিতা এবং উত্তম আচরণে মুগ্ধ হয়ে তাদের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের এক আল্লাহর প্রতি আহ্বান করছি, যার কোনো শরীক নেই। আমি চাচ্ছি, তোমরা আমাকে এমনভাবে হেফাজত করবে, যেমনটা নিজেদের জন্য করো। আমি যদি আরবে বিজয় লাভ করি, তা হলে অবশ্যই তোমাদের প্রতি খেয়াল রাখব। আমার পক্ষ তোমাদের ব্যাপারে কোনো ধরনের অত্যুক্তি হবে না।

রাসূলের কথা শুনে গোত্রের অধিকাংশ লোকই জবাব দিলো, আপনার কথা

---

১. দুর্‌রাতুন নাসেহীন, ২/২২৭।

নিঃসন্দেহে অনেক ভালো। কিন্তু আমরা তারই ইবাদত করব, আমাদের পূর্বপুরুষেরা যার ইবাদত করে আসছে।

গোত্রের মধ্য থেকে কমবয়স্ক এক যুবক বলে উঠল, হে আমার সম্প্রদায়, তার কথাগুলো কবুল করে তার অনুগত্য করো এবং ঈমান গ্রহণ করো। আল্লাহর কসম! সমস্ত আহলে কিতাব একথা বলে আসছে যে, তোমাদের নিকট একজন নবীর প্রকাশ ঘটবে। আর সেই সময় ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং তাকে নবী হিসেবে মেনে নাও।

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন অন্ধ ছিল। সে বলল, আমার কথা শোনো, তার গোত্রের লোকেরা তাকে বয়কট করে রেখেছে। তোমরা তার পৃষ্ঠ-পোষকতা করে গোটা আরবের সাথে লড়াইয়ের ইচ্ছা করছ? সুতরাং এমনটি করে তার কথার উপর আমল করা কখনই আমার কাছে যুৎসই বলে মনে হয় না।

তার এই বক্তব্য শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারপরনাই ব্যথিত হলেন এবং সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।[১]

কাদেরদের কষ্ট প্রদানে রাসূল ব্যথিত হলেন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, একবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে নামায পড়ছিলেন। আবু জাহাল, রবিআর দুই ছেলে উতবা ও শায়বা, উকবা ইবনে আবি মুইত, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং তারা ছাড়া আরও দুজন ব্যক্তি অর্থাৎ মোট সাতজন হাতীমে কাবায় বসা ছিল। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ সিজদায় নিমগ্ন হলেন, আবু জাহাল বলল, কেউ কি আছ, ওমুক গোত্র থেকে উটের নাড়িভুঁড়ি ও গোবর নিয়ে আসবে?

যখন মুহাম্মদ সিজদায় যাবে, আমরা তখন তার কাঁধে এগুলো চাপিয়ে দেব। এদের মধ্য থেকে এক দুর্ভাগা উকবা ইবনে আবি মুইত দাঁড়িয়ে গেল। সে গোবরভর্তি নাড়িভুঁড়ি এনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের কাঁধে চাপিয়ে দিলো। তিনি সিজদাবনত ছিলেন।

---

১. হায়াতুস সাহাবা, ১/২০।

হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি সেখানে দাঁড়ানো ছিলাম, কিন্তু কিছু বলার সুযোগ আমার ছিল না। সেখান থেকে আমি দূরে সরে গেলাম। ফাতেমা রা. খবর পেয়ে দ্রুত রাসূলের কাঁধ থেকে নাড়িভুঁড়ি সরালেন। এবং কুরাইশদের ভালোমন্দ অনেক কিছু বললেন। কিন্তু কেউ কোনো সাড়া দিলো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে নামায আদায় করলেন এবং তিনবার এই শব্দগুলো বললেন, হে আল্লাহ, তুমি কুরাইশকে পাকড়াও করো। হে আল্লাহ, উকবা, উতবা, আবু জাহাল, শায়বাকেও পাকড়াও করো।

অতঃপর তিনি মসজিদ থেকে বাইরে এলেন। সামনে পড়ল আবুল বুখতারী। তিনি রাসূলের ব্যথিত ও উদাস মুখ দেখে বলতে লাগলেন, তোমার সাথে কী ঘটেছে?

তিনি বারবার রাসূলকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, কী ঘটেছে বলার জন্য।

পরিশেষে নবীজি ঘটনা বললেন। আবুল বুখতারী বললেন, আমার সাথে চলো।

তারা মসজিদে দাখিল হলেন। আবুল বুখতারী বললেন, হে আবুল হিকাম (আবু জাহালের উপনাম) তুমি কি নাড়িভুঁড়ি তার উপর রেখেছ?

সে বলল, হ্যাঁ।

আবুল বুখতারী নিজের চাবুক বের করে আবু জাহালের মাথায় আঘাত করলেন।

আশপাশের লোকেরা সকলে এই দৃশ্য দেখে নির্বাক রইল। আবু জাহাল চিৎকার করতে লাগল এই বলে, তোমরা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

আবুল বুখতারী বললেন, এটা তো তুমি প্রথম থেকেই চাচ্ছিলে যে, আমাদের মাঝে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি হয়ে যাক।[১]

কাফেরদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কারে নবীজির রাগান্বিত হওয়া

হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.-কে জিজ্ঞেস করেন, কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নানান ব্যাপারে

১. হায়াতুস সাহাবা, ১/২৮৪।

শত্রুতা পোষণ করত। আপনি তা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের উপর আরোপিত কোন্ কষ্টটা বড় হিসেবে দেখেছেন?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বললেন, একবার আমি কুরাইশদের সাথে ছিলাম। তাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় লোকগুলো হাতীমে কাবায় জড়ো হয়েছিল। পরস্পরে তারা বলতে লাগল, মুহাম্মদের পক্ষ থেকে আমরা অনেক বরদাশত করেছি। সে আমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে অর্থহীন প্রোপাগান্ডার দিকে ধাবিত করেছে, আমাদের বাপ-দাদাকে মন্দ বলেছে, তাদের ধর্মে কালিমা লেপন করেছে, আমাদের উপাস্যদের ব্যাপারে বাজে কথা বলছে, আমাদের দলের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করেছে। আমরা অনেক ধৈর্য ধারণ করেছি, বড় বড় কথা সহ্য করেছি।

এ ধরনের আরও কিছু বিষয় নিয়ে তাদের মাঝে আলাপাচারিতা হচ্ছিল। হঠাৎ তাদের সামনে দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনেন। তিনি হেঁটে হেঁটে কাবা শরীফের নিকটে চলে যান। অতঃপর বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা শুরু করেন। যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বীন সংশ্লিষ্ট নানান কথা নিয়ে ভর্ৎসনা আর তিরস্কার করতে রাসূলের দিকে ইঙ্গিত করল।

বর্ণনাকারী বলেন, তাদের কথার প্রভাব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে পরিলক্ষিত হচ্ছিল। এতৎসত্ত্বেও তিনি বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করতে থাকলেন। দ্বিতীয় চক্করে যখন তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, পূর্বের মতো তারা রাসূলের বিভিন্ন কথা নিয়ে কুৎসা রটাতে শুরু করল এবং রাসূলের প্রতি ইঙ্গিত করল। তাদের কথার বিরূপ প্রতিক্রিয়া রাসূলের চেহারা মোবারকে প্রকাশ পাচ্ছিল। এতৎসত্ত্বেও তিনি সামনে চলতে থাকলেন। যখন তৃতীয়বার তাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখনও তারা অনুরূপ কুৎসা রটাতে লাগল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থির হয়ে বলতে লাগলেন, হে কুরাইশের জামাত, শোনো, কসম ঐ পবিত্র সত্তার, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের জবাই করার জন্য এসেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠস্বরে এই বক্তব্যের প্রভাব গোত্রের সকলের উপর পড়ল। তাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে রাসূলের কথার কোনো উত্তর দেবে। বড় বড় বাহাদুর পর্যন্ত তখন নিকটে এসে

রাসূলকে প্রশান্ত করতে লাগলেন এবং নিম্নস্বরে খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে লাগলেন। তারা আরও বললেন, হে আবুল কাসেম, অত্যন্ত প্রশান্তি এবং কল্যাণের সাথে এখান থেকে প্রস্থান করুন। আল্লাহর কসম! আগে কখনও তো এরূপ শক্ত কথা বলেননি।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে ফিরে গেলেন।[১]

আবদুল মুত্তালিবের লাশের খাটিয়া নিয়ে যাওয়ার সময় নবীজির কান্না

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতামাতা মারা যাবার পর দাদা আবদুল মুত্তালিব তাকে নিজ তত্ত্বাবধানে লালনপালন করছিলেন। তিনি সর্বদা রাসূলকে নিজের সাথে রাখতেন। আবদুল মুত্তালিব ৮২ বছর বয়সে ইনতেকাল করেন এবং তাকে মাকবারায়ে মুআল্লাতে দাফন করা হয়। যখন আবদুল মুত্তালিবের লাশের খাটিয়া উঠানো হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সাথে ছিলেন। মুহূর্তের মধ্যে দাদার ভালোবাসার তাড়নায় তার চোখে পানি চলে আসে। আবদুল মুত্তালিব মৃত্যুর সময় নিজ পুত্র আবু তালিবের প্রতিপালনে তাকে সোপর্দ করে যান। আবু তালিব এই দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পালন করেন। এর বিস্তারিত আলোচনা সীরাতের কিতাবে বর্ণিত আছে।

উম্মে আয়মান রা. বলেন, যে মুহূর্তে আবদুল মুত্তালিবের লাশের খাটিয়া উঠানো হলো, তখন রাসূলকে দেখতে পেলাম লাশের খাটিয়ার পেছনে পেছনে তিনি কাঁদতে কাঁদতে অগ্রসর হচ্ছেন।

একবার রাসূলকে জিজ্ঞেস করা হলো, আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর মূহূর্ত কি আপনার স্মরণ আছে?

তিনি বললেন, আমার বয়স তখন ৮ বছর ছিল।[২]

আবু তালিবের মৃত্যুতে প্রিয় নবীর কান্না

হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন, আমি যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে আব্বাজানের ইনতেকালের খবর দিলাম, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

১. হায়াতুস সাহাবা, ১/২৮২।

২. তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ১/৭৪।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কাঁদলেন। অতঃপর বললেন, তাকে গোসল দাও। কাফন পরিয়ে দাফন করে দাও। আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি রহম করুন।

হযরত আলী রা. বলেন, এ-সকল কাজ আমি করলাম। কয়েক দিন যাবৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য ইসতেগফার পাঠ করতে থাকলেন এবং ঘর থেকেও বের হলে নাা। পরিশেষে হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এ আয়াত নিয়ে এলেন,

مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ

নবী এবং মুমিনদের জন্য উচিত নয় মুশরিকদের মাগফিরাত কামনা করবে।[১]

হযরত উমর রা. বলেন, যখন আবু তালিবের ইনতেকাল হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমা করে দিন, আপনার উপর রহম করুন। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা না আসবে, ততক্ষণ আমি আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বক্তব্যের উপর অনুপ্রাণিত হয়ে সকল মুসলমান তাদের আত্মীয়স্বজনদের জন্য দুআ করা শুরু করে দিলো। এই পরিপ্রেক্ষিতে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হলো।[২]

বীরে মাউনার ঘটনায় নবীজির ব্যথিত হওয়া

বীরে মাউনা একটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ। যে যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবীর একটি জামাত শহীদ হয়, যাদের 'কুর্‌রা' নামে আখ্যায়িত করা হতো। আর তা এজন্য যে, তারা সকলেই কুরআনে কারীমের হাফেজ ছিলেন। অধিকাংশই আনসার ছিলেন। তাদের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুব আন্তরিকতা ও মহব্বত ছিল। দিনের বেলা তারা রাসূলের বিবিদের ঘরের নানান প্রয়োজনীয় বিষয়, লাকড়ি, পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিত। নজদের অধিবাসী বনু আমের গোত্রের এক ব্যক্তি, যার নাম ছিল আমের ইবনে মালেক, উপাধি ছিল আবু বারা, সে নিজ গোত্রে দ্বীনের তাবলীগ এবং ওয়াজ-নসীহতের জন্য

---

১. সূরা তাওবা, আয়াত : ১১৩।

২. তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ১/১৭৩।

এই মাকবুল জামাতকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে চেয়ে নিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ-ও বলেছিলেন, আমার সন্দেহ হচ্ছে, না জানি সে আমার সাহাবীদের কোনো ধরনের ক্ষতির মধ্যে ফেলে দেয়। কিন্তু সে আমাকে এ ব্যাপারে অনেক নিশ্চয়তা দিয়েছে।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ৭০ জন সাহাবীর একটি দল করে দিলেন এবং বিখ্যাত একটি পত্র আমের ইবনে তুফাইলের নামে দিলেন, যে বনু আমের গোত্রের সর্দার ছিল। সেই পত্রে ইসলামের দাওয়াত ছিল।

এ-সকল সাহাবী যখন মদীনা থেকে বের হয়ে বীরে মাউনায় পৌঁছলেন, তখন হারাম রা. নিজের কয়েকজন সাথীসহ আমর ইবনে তুফাইলের নিকট রাসূলের পত্র দিতে মনস্থ করলেন। হাঁটতে হাঁটতে যখন তারা তুফাইলের নিকটে পৌঁছলেন, তখন হযরত হারাম রা. তার সাথীদের বললেন, তোমরা এখানেই অবস্থান করো। যদি আমার জন্য কোনো ধরনের ফাঁদ আটে, তা হলে তোমরাও এখানে চলে আসবে। অন্যথায় এখান থেকে সাথীদের নিকট চলে যাবে, যারা বীরে মাউনায় অবস্থান করছে। কেননা তিনজনের চেয়ে একজনের মৃত্যু শ্রেয়।

আমের ইবনে তুফাইল ছিল আমের ইবনে মালিকের ভাতিজা। ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে তার ঘোর শত্রুতা ছিল। হযরত হারাম রা. রাসূলের পত্রটি আমের ইবনে তুফাইলের নিকট দিলেন। কিন্তু সে ক্রোধান্বিত হয়ে পত্রটি পড়ল না; বরং বর্শা দ্বারা হারাম রা.-কে আঘাত করল। বর্শা তার দেহ ভেদ করে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। হযরত হারাম রা. একথা বলতে বলতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করলেন :

فُزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ

কাবার রবের কসম, আমি কামিয়াব হয়ে গেছি।

আমের ইবনে তুফাইল এ বিষয়ের বিন্দু পরিমাণও তোয়াক্কা করল না যে, বার্তাবাহককে হত্যা করা কোনো সম্প্রদায়ের আইনে জায়েয নয়। সাথে সাথে সে এদিকে কোনো প্রকার ভ্রুক্ষেপ করল না যে, আমার চাচা এ সকল সাহাবীকে নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে এসেছেন; বরং সে তাকে শহীদ

করার পর নিজ সম্প্রদায়ের সকলকে একত্র করে ঘোষণা দিতে লাগল, এই মুসলমানদের থেকে একজনকেও জীবিত ছাড়বে না।

ওদিক দিয়ে সাহাবায়ে কেরাম আবু বারার ব্যাপারে সন্দেহ করতে লাগলেন। সে আকস্মিক তাদের আশপাশের সকল লোককে জড়ো করে ফেলল। এত বড় একটি দলের সাথে মাত্র ৭০ জন সাহাবী যুদ্ধে নেমে পড়লেন। যুদ্ধ করতে করতে একপর্যায়ে তারা দেখলেন, চতুর্দিক দিয়ে কাফেররা তাদের ঘেরাও করে ফেলেছে। পরিশেষে কেবল একজন ছাড়া সকল সাহাবী শহীদ হয়ে গেলেন। তিনি হলেন কাব ইবনে যায়েদ রা., যার মাঝে জীবন বাকি ছিল। কাফেররা তাকে মৃত মনে করে ফেলে রেখে গিয়েছিল।

ওদিকে হযরত মুনাযির রা. এবং উমর ইবনে উমাইয়া রা. উট চড়ানোর জন্য গিয়েছিলেন। তারা এক স্থানে আসমানের দিকে তাকিয়ে কিছু পাখি দেখতে পেলেন। আঁচ করতে পারলেন, সেখানো কোনো মৃত প্রাণী পড়ে আছে। উভয়ে এই কথা বলে সামনে অগ্রসর হলেন যে, অবশ্যই সেখানে কিছু একটা ঘটেছে।

তারা গিয়ে দেখতে পেলেন, তাদের সাথীগণ শহীদ হয়ে পড়ে আছেন। আরোহীদের শরীর রক্তে রঞ্জিত।

চতুর্দিক ঘুরে তারা বিষয়টি আঁচ করতে পারলেন। এ অবস্থা দেখে তারা হতভম্ব হয়ে গেলেন। পরস্পর পরামর্শ করলেন, এখন তাদের কী করা উচিত? আমর ইবনে উমাইয়া রা. বললেন, চলো ফিরে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করি।

হযরত মুনাযির জবাব দিলেন, খবর তো অবশ্যই রাসূলের নিকট যাবে। কিন্তু আমার হৃদয় এটা মেনে নিতে পারছে না যে, আমি শহীদ হওয়া থেকে বিরত থাকব। আর এস্থান থেকে চলে যাব, যেখানে আমার সাথীরা পড়ে আছে। অতএব সামনে অগ্রসর হও।

অতঃপর তারা অগ্রসর হলেন এবং যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। হযরত মুনাযির রা. শহীদ হয়ে গেলেন। আর উমর ইবনে উমাইয়া রা. বন্দি হলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ঘটনায় এত কষ্ট পেলেন যে, এরপর আর কখনও এত ব্যথা পাননি।[১]

---

১. তাবাকাতে ইবনে সাআদ, ১/২৫৩।

বদর যুদ্ধে নবীজির কান্না

বদর যুদ্ধ ইসলামী ইতিহাসের প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা হককে বিজয় দান করেছেন এবং বাতিলকে পরাস্ত করেছেন। এ যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ছিল ৩১৩ জন। যুদ্ধাস্ত্র তেমন ছিল না। আর প্রতিপক্ষ কাফেরদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার।

হযরত আলী রা. বলেন, হযরত মিকদাদ রা. ছাড়া কেউ ঘোড়সওয়ার ছিলেন না।

তিনি আরও বলেন, আমরা বদর যুদ্ধের রাতে প্রত্যেকেই সামান্য হলেও ঘুমিয়েছি; কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুমাননি। একটি গাছের নিচে রাতভর নামাযে রত ছিলেন এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় তার সকাল হয়।[১]

খুতবার মাঝে নবীজির কান্না

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. বর্ণনা করেন, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছিলেন, যারা খোশগল্প এবং হাস্যরসে মত্ত ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বললেন, তোমরা হাসছ। অথচ জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা তোমাদের সামনে।

হযরত যুবায়ের রা. বলেন, এরপর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কাউকে আর হাসতে দেখিনি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমরা কখনও ভুলো না : ১. জান্নাত, ২. জাহান্নাম। অতঃপর তিনি এমনভাবে কাঁদতে লাগলেন যে, চোখের পানি দাড়ি বেয়ে টপটপ করে নিচে পড়ছিল। অনন্তর তিনি বললেন, কসম ঐ পবিত্র সত্তার, যার কবজায় আমার জান! যদি তোমরা তা জানতে যা আমি জানি, তা হলে সকলেই জঙ্গলে চলে যেতে। নিজেদের মাথার উপর মাটি রাখতে।[২]

---

১. আত-তারগীব, ৪/২৩২।
২. তারগীব, ৪/৪৫৭।

জাহান্নামের অবস্থা শুনে নবীজির কান্না

হযরত উমর রা. বর্ণনা করেন, একদিন এমন একসময় হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আগমন করলেন, সাধারণত যে-সময় তিনি আসেন না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বললেন, জিবরাইল, আজ আপনার চেহারা এমন দেখাচ্ছে কেন?

হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, আমি এমন একসময় এসেছি, যখন আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের ভীতি সঞ্চারের আদেশ দান করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জিবরাইল, জাহান্নামের আগুনের অবস্থা বর্ণনা করুন।

হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আগুন জ্বালানোর যখন আদেশ দিলেন, তখন তা হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্বলিত করা হলো। এমনকি সে আগুনের রং সাদা হয়ে গেল। অতঃপর আরও এক হাজার বছর প্রজ্বলন করা হলে তা লাল বর্ণের হয়ে গেল। অতঃপর আরও এক হাজার বছর ধরে জ্বালানো হলো। পরিশেষে তা কালো বর্ণে রূপান্তর হয়ে গেল। এখন গোটা জাহান্নাম কৃষ্ণ-কালো আগুনের দাবদাহে প্রকট কালো আকার ধারণ করেছে। কসম ঐ পবিত্র সত্তার, যিনি আপনাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন! যদি জাহান্নাম সুঁচের মাথা পরিমাণ খুলে দেওয়া হয়, তা হলে আসমান ও জমিনে সকল প্রাণী এর উত্তাপের প্রচণ্ডতায় মারা যাবে।

কসম ঐ পবিত্র সত্তার, যিনি আপনাকে সত্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন! যদি জাহান্নামের দারোগাদের থেকে কোনো একজন দুনিয়ায় আসে, তা হলে তার ভয়ানক আকৃতি দেখে এবং দেহের উৎকট গন্ধে সকলেই মারা পড়বে।

কসম ঐ পবিত্র যাতের, যিনি আপনাকে হক রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন! যদি জাহান্নামের শিকলের একটি মাত্র কড়া (যা আল্লাহ কুরআনে বলেছেন) দুনিয়ার পাহাড়-পর্বতের উপর রাখা হয়, তা হলে তা ভেঙে খানখান হয়ে যাবে। তা রাখার কোনো জায়গা পাওয়া যেত না। এমনকি তা নিচে নামতে নামতে জমিনের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে যেত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বর্ণনা শুনে বলতে লাগলেন, হে জিবরাইল, থামুন। আমি আর পারছি না। অন্যথায় আমি মরেই যাব।

একথা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরাইল আলাইহিস সালামের দিকে তাকালেন। দেখতে পেলেন, হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম কাঁদছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে জিবরাইল, আপনি কাঁদছেন? অথচ আপনার রবের নিকট আপনার মর্যাদা অনেক উঁচু।

হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, কেন আমি কাঁদব না! আমার জানা নেই, আল্লাহর ইলমে আমার ব্যাপারে অন্য কোনো পরীক্ষা আছে কি না, যাতে তিনি আমাকে ফেলবেন। যেমনটা তিনি শয়তান এবং হারুত-মারুত ফেরেশতাদ্বয়ের ক্ষেত্রে করেছেন।

একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কাঁদলেন এবং জিবরাইল আলাইহিস সালামও কাঁদলেন। উভয়ে একসাথে ক্রন্দন করতে লাগলেন। পরিশেষে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা এলো, হে জিবরাইল, হে মুহাম্মদ, আমি তোমাদের নিরাপত্তা দিলাম এবং অবাধ্যতা থেকে মুক্ত করলাম।[১]

স মা প্ত

১. তারগীব, ৪/৪৬০।

আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

১. কালিমার ছায়াতলে আল্লাহর পরিচয়, হযরতজী ইউসুফ কান্ধলভী রহ.
২. শহীদে বালাকোট, আল্লামা খালেদ মাহমুদ
৩. মাওয়ায়েজে নু'মানী, মুফতী আবুল কাসেম নু'মানী
৪. নারীদের সুরক্ষা, ড. আয়েয আল-কারনী
৫. অবশেষে সুখের সন্ধান পেলাম, ড. আয়েয আল-কারনী
৬. দৃষ্টির হেফাযত, মাওলানা মুহাম্মদ হাশিম যুগওয়ারী
৭. ইসলামের উদারতা, মাওলানা শওকত আলী কাসেমী বাস্তাভী
৮. মাওলানা ইলিয়াছ রহ.-এর মালফুযাত, মাওলানা মনযূর নুমানী রহ.
৯. ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বাস্তব ঘটনাবলী, আলী আসগর চৌধুরী
১০. দিলেম তোমায় মুক্তার মালা, মাহদী আবদুল হালিম
১১. হাসান বসরী রহ. জীবন ও ঘটনা, কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
১২. আহনাফ ইবনে কায়েস রহ. জীবন ও ঘটনা, কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
১৩. মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রহ. জীবন ও ঘটনা, কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
১৪. ওয়ায়েস কারনী রহ. ও তাউস ইবনে কাউসার রহ., কাজী আবুল কালাম সিদ্দীক
১৫. ইসলামী আদব ও শিষ্টাচার, শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.
১৬. স্বপ্ন দেখার পর (আকাবির সিরিজ-১), মুনীরুল ইসলাম
১৭. ডালিম গাছের ছায়ায় (আকাবির সিরিজ-২), মুনীরুল ইসলাম
১৮. ঈমানের বারূদ (আকাবির সিরিজ-৩), মুনীরুল ইসলাম
১৯. সাহসের মিছিল (আকাবির সিরিজ-৪), মুনীরুল ইসলাম
২০. প্রিয় নবীর কান্না (সা.), মাওলানা আবদুল গনী তারেক
২১. নবী-জীবনের আশ্চর্য ঘটনাবলি (সা.), মাওলানা আবদুল গনী তারেক

ধর্মীয় বিশুদ্ধ বইয়ের অভিজাত ঠিকানা

নূরুল কুরআন প্রকাশনী

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯১২ ৯৫৭৫২২, ০১৯২৬ ৮৩২৫৫৭

নন্দন
ডিজাইন
আবুল ফাত্তাহ
01914783567